Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর-চিন্তন ও পূজন।

LIBRARY
No. 7/197
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

রসো বৈ সঃ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

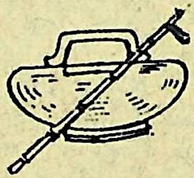

করে চ দণ্ডঃ শোভিত কমণ্ডলুঃ,
তং কর্ণধারং শ্রীগুরুমানতোঽস্মি।

দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা
শ্রীমতী মনোরমা সিংহ,
পাটনাবাজার, মেদিনীপুর।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ।

দি নিউ সুলভ-প্রেস, হইতে মুদ্রিত
মেদিনীপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/১৯৭

ঈশ্বর-চিন্তন
ও
পূজন।

হৃৎপঙ্কজে ব্যোম্নি যদেকরূপম্
সত্যং সদানন্দময়ং তু সূক্ষ্মম্।
তদ্‌ব্রহ্মণি ভাসময়ে গুহায়া-
মিতি শ্রুতেশ্চাপি সমাপ্নুবন্তি॥

যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব বা।
যথা শক্ত্যর্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনম্॥

শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য—
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
প্রণীত।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

নিবেদন। 9/197

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজ বিশ্ববাসীর আর্ত্তিনাশের জন্য যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সুগম সাধন-পন্থা', 'পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা', 'বেদসার বিষ্ণুস্তোত্রম্' 'ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণ' ও 'বেদান্ত-সিদ্ধান্তসূত্রম্' প্রভৃতি পুস্তকগুলি ইতিমধ্যেই সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক ও জড়ধর্ম্মী জগতে যে প্রশ্ন মানবের মনে স্বতঃই উদয় হয়, তাহা হইতেছে এই যে,—ঈশ্বর আছেন কি না—থাকিলে, তাঁহার স্বরূপ কি? জীব জগতে এই দুঃখ কষ্ট ও বৈষম্য কেন? ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তাঁহার পূজা বা উপাসনা করিলে কি দুঃখত্রয়ের হস্ত হইতে মানুষ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে?

এই 'ঈশ্বর-চিন্তন ও পূজন' গ্রন্থটিতে শ্রীশ্রীগুরুদেব ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমূহের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ তত্ত্ব এবং কিরূপে ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহার তত্ত্বচিন্তা করিতে হয় তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কৃত্রিমতা ও অতি আধুনিকতার যুগে বহু অর্থব্যয় করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহযোগে মহা আড়ম্বরের সহিত নানা দেবদেবীর পূজা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, সেই সব পূজার সর্ব্বাধিক আনন্দ ও শাস্ত্রোক্ত ফললাভ করিতে হইলে যে যে আয়োজন ও উপকরণের প্রয়োজন তাহা এই পুস্তক পাঠে শ্রদ্ধাবান্ সুধী পাঠকবৃন্দ সম্যকরূপে অবগত হইয়া তদনুসারে "অবাঙ্ মনসোগোচরম্—একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রীবিষ্ণুর বহু মূর্ত্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, বিশেষ উপকৃত হইবেন।

আনন্দ হইতে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের প্রাণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে, আনন্দেই স্থিত এবং আনন্দের কোলেই ইহারা বিলীন হইয়া আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হইবে। শ্রীশ্রীগুরুদেব গত ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যোগবলে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবারাধ্য ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয় নিত্যধামে গমন করিবার সংবাদ তাঁহার শিষ্যগণকে পত্র দ্বারা লিখিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি খৈরাবাদ, সীতাপুর হইতে পাহাড়ীপুর নিবাসী সেবক শ্রীশ্রীপতি চরণ দাসকে তাঁহার শেষ চিঠিতে লিখেন,—"আমি যে কেন তোমাকে পত্রাদি দিতাম না, তাহার কারণ শরীর ত্যাগে বাধা পড়িবে বলিয়া। প্রয়াণকালে হৃদয়স্থ স্নেহ মমতা প্রভৃতি থাকিলে, মুক্তিপথে প্রবল বাধা জন্মায়। বর্ত্তমান আয়ুও সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৃথা আয়ু বৃদ্ধি করিবার কোনই কারণ আর দেখি না। সুতরাং, বিনা কারণে নিজ উদ্দেশ্য ভুলিয়া মায়া মরীচিকায় ভ্রমণ করার ফল কি ? নিজ কার্য্য আমি সমাপ্ত করিয়াছি। অতএব, ইহাতে তোমাদের মনে দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই। এই পূর্ণিমা দিবসে আমাকে এই তুচ্ছাদপি-তুচ্ছ পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া নিজাগারে যাইতে হইবে। উক্ত দিবস সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ত পর্য্যন্ত ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করা অর্থাৎ কেবলমাত্র 'নারায়ণ' নাম সুর করিয়া প্রাণের উল্লাসে গাহিতে থাকিবে। ইহাতে তোমাদেরই কল্যাণ হইবে। আমি মেদিনীপুরে যাইতে পারিলাম না। আমি তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করিব, ইহা বিশ্বাস করিও। সকলকে আমার এই আদেশ শুনাইয়া দিও। ......বর্ত্তমান বৎসর আমার স্বাস্থ্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষাও উত্তম। কোন প্রকার রোগ নাই। অর্থাৎ আজ চারি মাস হইবে রোগাকর্ষনাদি বন্ধ করিয়া দিয়াছি। কি যে এক বিপুল আনন্দে দিন যাইতেছে, তাহা লেখনীতে ব্যক্ত করা যায় না। তোমরা কোন প্রকার হতাশ হইও না ; কোনই কারণ নাই, কেন না, আমি সকলই লিখিয়া দিয়াছি। ধৈর্য্য সহকারে সাধন কর বুঝিতে পারিবে। সাধনা ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারিবে না। দৈনিক গীতা পড়িবে, ভগবন্নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন ও চিন্তন করিবে. আমার লিখিত পুস্তক বারংবার পড়িবে। যাহাতে পুস্তকগুলি সম্পূর্ণ ছাপা হয়, তাহার চেষ্টা সতত করিবে। আর অধিক কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিব, তোমরা আনন্দে থাক। আমি হরিদ্বারে থাকিয়া শরীর পরিত্যাগ করিব। সেইজন্ত আজ হরিদ্বার যাইতেছি ।····· পূজ্যপাদ গুরুভাইজী গত দোলপূর্ণিমাতে শরীর ত্যাগ করিয়া, নিজালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। আমার সহিত শিষ্য শ্রীমান্ কেদার নাথ ট্যাণ্ডন যাইতেছে। আর কাহাকেও সঙ্গে করিব না। এই আমার শরীরকে গঙ্গাতে সমাধি করিয়া ফেরৎ খৈরাবাদ আসিয়া খবর দিবে।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের মহাসমাধির পর শ্রীকেদার নাথ ট্যাণ্ডন মেদিনীপুরে শুভাগমন করিলে আমরা তাঁহার নিকট জানিতে পারি যে উক্ত পূর্ণিমা দিবসে গরুড়চটী ও লছমনঝোলার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতীরে একটি জঙ্গলপূর্ণ নিভৃত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজ তথায় আসন গ্রহণ করেন। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্তোপরি একখানি ক্ষুদ্র গীতাগ্রন্থ রাখিতে নির্দ্দেশ দেন। কেদারনাথজীকে নিজ পার্শ্বভাগে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে উপবিষ্ট হইয়া 'নারায়ণ' নাম স্মরণ করিতে বলেন। তখন সূর্য্যদেব শেষ রশ্মি বিকীরণ করিয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন। পরিষ্কার আকাশ, নির্জ্জন স্থান, নিস্তব্ধ প্রকৃতি। স্বামিজী পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে মহাসমাধিস্থ হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রহ্মতালু ফাটিয়া একটি অগ্নিশিখাবৎ জ্যোতিঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দেহের বর্ণ যেন কিছু ম্লান হইয়া গেল এবং মস্তকটি পার্শ্বভাগে কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িল। পূজ্যপাদের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীরটিকে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করা হয়।

এই যুগেও মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত ক্ষুদ্র জগৎপুর গ্রামে কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের পুত্ররূপে গৌড়াগু বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে এমন একজন মহামানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন যিনি কলিকলুষিত, দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, ভোগসর্ব্বস্ব মানব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের সমক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্ব্বক যোগবলে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ-সাগরে লীন হইলেন এবং কূটস্থ পরমাত্মচৈতন্য-স্বরূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়া ভবকর্ণধাররূপে সর্ব্বদা তাহাদিগকে "বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা"য় আরোহণ করিবার সুগম সাধন-পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার দুইটি শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা পাহাড়পুর নিবাসিনী শ্রীমতী মনোবালা ও শ্রীমতী হিরণ বালাকে উদ্দেশ করিয়া এই বিশ্বের মাতৃদেবীগণকে শেষ পত্রে জানাইয়াছিলেন,—"মাগো! জননি! তোরা দুঃখ করিস্ না, মা! আমি তোদের কোলেই আছি। সদা সর্ব্বদা—'নারায়ণ' নাম কীর্ত্তন করিস্ মা। যাবৎ শরীর সংসারে থাকিবে, তাবৎ ভগবন্নাম রসনা হইতে যেন বিচ্যুত না হয়। ইহাতেই, তোদের—একলার কেন? —সারা জগতের শেষ জীবনের পথের সম্বল।"

জগৎ কল্যাণের নিমিত্তই যে পূজ্যপাদের লীলাতনুধারণ তাহা তাঁহার লেখা ও জীবনী আলোচনা করিলেই বোধগম্য হয়। 'সুগম সাধন-পন্থা'র তৃতীয় খণ্ডে শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরম স্নেহভাজন জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজের একটি জন্মপত্রিকা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ শিবাবতার এই মহাপুরুষের কোষ্ঠির গ্রহ সন্নিবেশ হইতে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য ভক্ত পাঠকগণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

এই পুস্তকখানি মুদ্রণ ও প্রকাশের সমুদয় ব্যয়ভার পাটনাবাজার নিবাসী সোদরোপম গুরুভ্রাতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ সিংহের সহধর্ম্মিণী শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা শ্রীযুক্তা মনোরমা সিংহ মহোদয়া বহন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থটিকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিবার বিশেষ প্রযত্নস্বত্বেও মাদৃশ দীন সেবকাধমের শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও নানা অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সমস্ত ভুল-ত্রুটী রহিয়া গেল তাহা উদার হৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।

পরম কারুণিক শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় এবং তাঁহার লীলাপার্ষদ সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর সম্যক প্রচারের ফলে গঙ্গোত্তরী নিবাসী বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ-কেশরী, যোগীরাজ, ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজ বিরচিত এই ধর্ম্মগ্রন্থখানি যে বিশ্ববাসী সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বস্তরের নরনারীগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে ; তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ইতি—

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা তিথি
বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, মাণিকপুর,
মেদিনীপুর।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
কিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের গ্রহ সকলের সহিত কিরূপ মিলন ছিল তাহা উল্লিখিত হইল ঃ—

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য

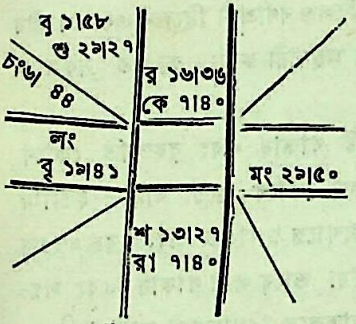

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য

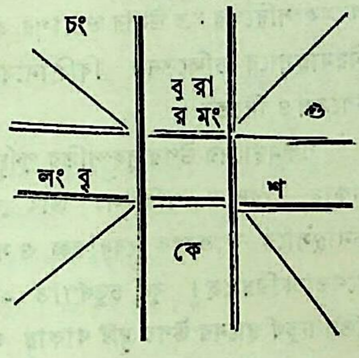

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়পতি রবি মঙ্গলের ক্ষেত্রে, তৃতীয়পতি লাভে শুক্রের ক্ষেত্রে, চতুর্থপতি শুক্র দুঃস্থানপতিযুক্ত, চতুর্থে শনি, পঞ্চম স্থানের উপর শুক্রের পূর্ণদৃষ্টি, ষষ্ঠস্থানে চন্দ্রের পূর্ণদৃষ্টি, সপ্তমপতি শনি, সপ্তমে মঙ্গল পত্নীস্থানের ক্ষতিকারক, অষ্টমপতি শুক্রের ক্ষেত্রে, নবমপতি বৃহস্পতি, নবমপতি ৮ম পতি কর্ত্তৃক পূর্ণ- দৃষ্ট, দশমপতি মঙ্গল, একাদশে শুক্র, দশমপতির উপর বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং দ্বাদশপতি বুধ—

শ্রীশ্রীরামানুজের জন্মকুণ্ডলী হইতে পাওয়া যায় যে তাঁহার লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয় পতি রবি মঙ্গলের ক্ষেত্রে দ্বাদশপতি বুধযুক্ত, তৃতীয় পতি দ্বিতীয় পতিযুক্ত, চতুর্থ স্থানের সহিত শনির সম্পর্ক, চতুর্থপতি দুঃস্থানে, পঞ্চম স্থানের উপর চন্দ্রের পূর্ণদৃষ্টি, ষষ্ঠপতি চন্দ্রের ক্ষেত্রে, সপ্তমে শনি, অষ্টমে শুক্র, নবমপতি বৃহস্পতি, নবমপতি অষ্টমপতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট, দশম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতি মঙ্গল স্বক্ষেত্রে, একাদশপতি শুক্র নবমপতি দশমপতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট এবং দ্বাদশপতি বুধ—

শ্রী১০৮ দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের লগ্নপতি বৃহস্পতির লগ্নে পূর্ণদৃষ্টি, দ্বিতীয়পতি মঙ্গল ও দ্বাদশে রবি বুধযুক্ত, তৃতীয়পতি দ্বিতীয়-পতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট. তৃতীয়পতি শুক্র লাভে, চতুর্থপতি শনির ক্ষেত্রে, চতুর্থপতি দুঃস্থানে, পঞ্চমপতি চন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানের উপর শুক্রের পূর্ণদৃষ্টি, ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমপতি শনির ক্ষেত্রে, অষ্টমে মঙ্গল পত্নীস্থানের ক্ষতিকারক, অষ্টমপতি শুক্র, নবমে বৃহস্পতি, নবমপতি অষ্টমে, দশমপতি মঙ্গলের ক্ষেত্রে, একাদশে শুক্র, দশমপতি বৃহস্পতি নবমে যুক্ত এবং দ্বাদশে বুধ –

উল্লিখিত যোগ সকল হইতে ইহাই বোধগম্য হয় যে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের গ্রহ সকলের সহিত স্বামীজী মহারাজের গ্রহ-গণের সাদৃশ্য ও মিলনাধিক্যবশতঃ শ্রীশ্রীশিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতবাদেরও সমর্থক ছিলেন।

নবমে গুরুর অবস্থান, নবমপতির অষ্টমে স্থিতি এবং অষ্টমপতি লাভে তদধিপতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট থাকায় তিনি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বিংশো-ত্তরীয় মতে দ্বিতীয়পতি মঙ্গলের দশায় পূর্ব্ব হইতে ঘোষিত নির্দ্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে যোগ-সমাধিতে দেহরক্ষা করেন।

———০———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

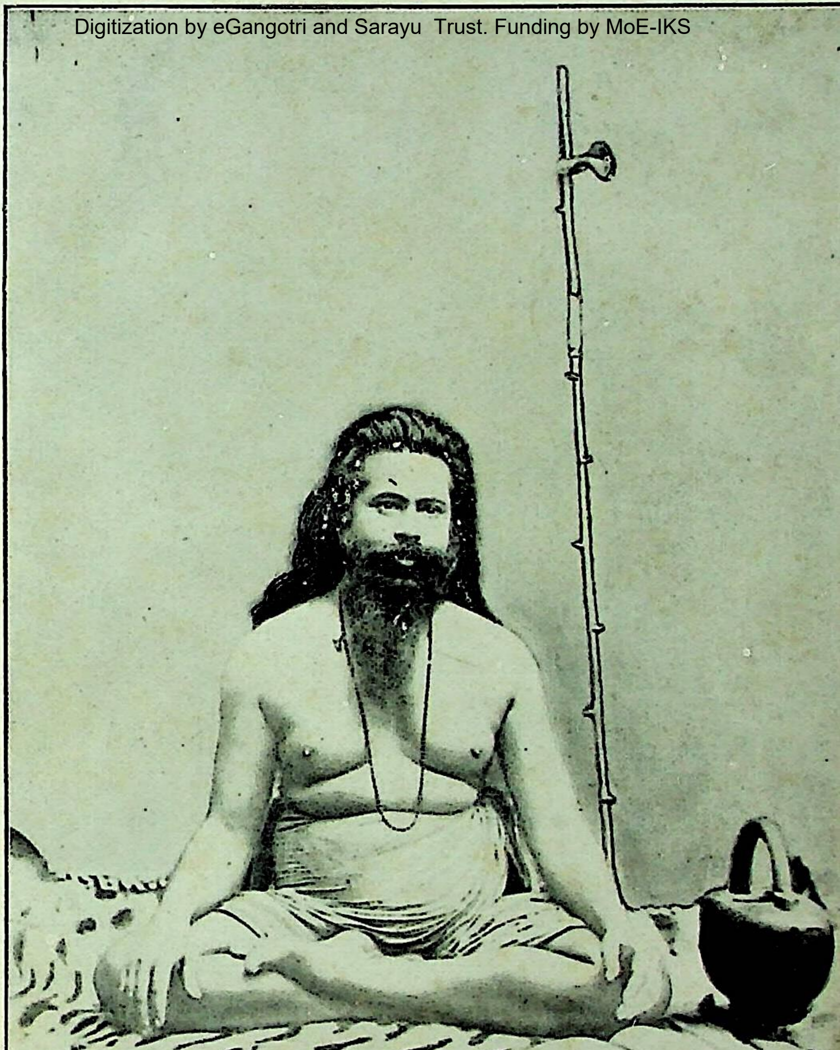

শ্রী১০৮পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য—

শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

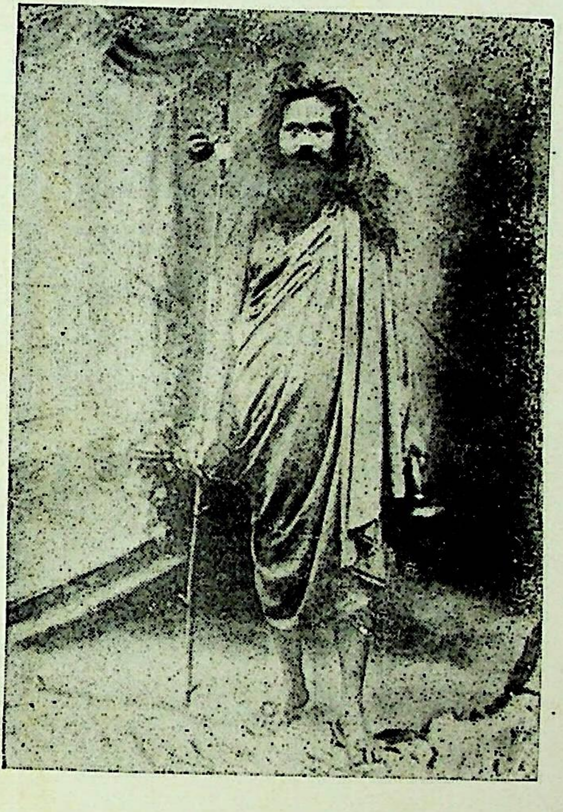

শ্রী ১০৮পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য—
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺৭/১৭

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১০।১০।৬৩
রাত্রি

বিশাল-বিশ্বস্য বিধান-বীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু সর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

পরম পূজনীয় শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রণীত 'ঈশ্বর-চিন্তন ও পূজন' গ্রন্থরত্নখানি মস্তকে ধারণ করত কৃতার্থ হইলাম।

করুণাময় স্বামিজী মহারাজ তাপিত জীবের তাপ শান্তির জন্য যে গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার করুণায় কেহ বঞ্চিত হয় নাই।

ঈশ্বর-চিন্তন প্রথমাঙ্ক—দ্বিতীয়াঙ্ক যোগী এবং ওঙ্কার উপাসকগণকে পরম আনন্দ প্রদান করিবে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ। হ্রীং ক্লীং আদি সগুণ মন্ত্রের দ্বারা সগুণ সমাধি লাভ হয়। ইষ্টদেবতা দর্শন দান করেন। সগুণ মন্ত্র ইষ্ট অঙ্গে লয় হইয়া যায়, থাকেন নাদময় ওঙ্কার—

খুলিবে সুষুম্নার দ্বার মন্ত্র হবে লয়।
প্রণব করিবে খেলা হয়ে নাদময়॥

যতদিন পর্য্যন্ত সগুণ সাক্ষাৎকার না হয় ততদিন ওঙ্কার উপাসনা করা উচিত নহে। সে উপাসনা অভিনয় মাত্র হইয়া থাকে। তাহার দ্বারা শান্তিলাভ হয় না। স্ব স্ব অধিকার অনুসারে যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধন ভজন করেন তিনি কৃতার্থ হন।

নচিকেতাকে যম বলিয়াছিলেন,—"সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমুদয় তপস্যা যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় মানব ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, আমি সংক্ষেপে সেই বাঞ্ছিততম পদটি বলিতেছি ;—তাহা "ওম্"।

কঠোপনিষৎ।

"ওম্"ই পরম ব্রহ্ম, "ওম্"ই অপর ব্রহ্ম, ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন।

ওম্ এই অক্ষর ক্ষরণ রহিত ওঙ্কার। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থ ওঙ্কারের সুস্পষ্ট বিবরণ। এই যে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই সমস্ত ওঙ্কারই এবং অন্ত যাহা ত্রিকালাতীত তাহা ওঙ্কারই।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

ওঙ্কারই সমস্ত বেদ, পুরাণ ও নিখিল শাস্ত্র, বাঙ্ময় জগৎ। ওঙ্কারই এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, ওঙ্কারই সকলের কাম্য। যিনি যে কোন উপাসনা করুন না কেন ওঙ্কারেরই উপাসনা করেন তবে গৌনভাবে। 'অ'কার 'উ'কার ও 'ম'কার ওঙ্কারের তিনটি পাদ বা মাত্রা। প্রথম পাদটি অকার পৃথিবী, পূজা, লোকসেবা দেবসেবা সকলই অকার পাদের উপাসনা। ইহার উপাসনায় মানুষ অকারকে সাক্ষাৎ করিয়া পৃথিবীতে জন্মায়। স্থূল ভোগ দিয়া অর্চ্চনা অকার পাদের সেবা। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, শৌচ, বেদের অনুশাসন আতিথ্য, বৈশ্বদেব বলি প্রভৃতি ইষ্টকর্ম্ম, বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ, অন্নপ্রদান, দেবসেবার জন্য বাগান প্রভৃতি করার নাম পূর্ত্তকর্ম্ম, এবং জপ, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ এইরূপ শুভকর্ম্মের দ্বারা উকার পাদের উপাসনা হয়। তাহার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়—কর্ম্মক্ষয়ে উপাসক পুণরায় পৃথিবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরিয়া আইসেন।

নাদানুসন্ধানই মকার পাদের উপাসনা। নাদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যোগী নাদের অন্তর্গত জ্যোতিতে স্থির হইয়া যান—মন লয় হইয়া যায়—তাহাই পরম পদ। নাদ যতক্ষণ মন ততক্ষণ থাকে, নাদান্তে মনোন্মনী অবস্থা। সশব্দ অক্ষর ক্ষীণ হইলে, নিঃশব্দ পরমপদ—পরমব্রহ্ম। এই নাদানুসন্ধানের দ্বারা সাধক ব্রহ্মলোক লাভ করেন এবং যাহা শান্ত, অমর, অমৃত, অভয়, সর্ব্বোত্তম তাহাও নাদানুসন্ধানের দ্বারা প্রাপ্ত হন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ ঈশ্বর-চিন্তনে যোগী এবং যতি-গণের সাধনার কথা বলিয়াছেন। ইহার পাঠে তাঁহারা যথেষ্ঠ আনন্দলাভ করিবেন।

ঈশ্বর-পূজন প্রথমাহ্নিকে সকল প্রকার অধিকারীর সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল সাধনার সার হইল শরণাগতি। —"অতএব, যদি মায়ামুক্ত হইতে চাও, তবে আগে এই মানবী-মায়ার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, ভগবানের শরণাগত হও। সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শয়নে-স্বপনে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাতে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য কর; তাঁহার অর্চ্চনায় নিরত হও; প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা কর, তাঁহার প্রতি প্রেম কর; শান্তি পাইবে, সুখ পাইবে, আনন্দ পাইবে।" ৬৯ পৃষ্ঠা

এইরূপ ভাবে শরণাগতির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবৎ শরণাগতিই ভগবল্লাভের উপায়।

পূজার কথায় মহারাজ বলিয়াছেন,—"সে মানসপূজা--মনে হয়. কোণে হয়, আর বিজন বনে হয়। সে পূজায় ভাবময় ভগবান্ কেবল ঘটে-পটে বা প্রতিমায় নহেন;—সে পূজার প্রতিমা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনলে, অনিলে, সলিলে—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র—এমন কি, এই মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা বন-বনান্ত-পরিশোভিতা বিরাট্ বপু আসমুদ্র হিমালয়ের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুটিতেও ভগবানের প্রতিবিম্ব প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পূজা, ভক্তের পূজা ; তাহাতে বাহিরের আড়ম্বর আদৌ নাই।" এইরূপ ঈশ্বর পূজার কথা কথিত হইয়াছে।

যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের স্বামিজী মহারাজের গ্রন্থরত্নগুলি বারংবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা সত্যের প্রকৃত রূপ দর্শনে সমর্থ হইবেন।

যে কেহ হউন না কেন শরণাগত হইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার দর্শন অভ্যাস ও মনে মনে প্রণাম অভ্যাস করিলে কৃতার্থ হইবেন এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের গ্রন্থরত্নের মহিমা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের নাই। যেমন আকাশের উপমা আকাশ, সাগরের উপমা সাগর, তদ্রূপ তাঁহার গ্রন্থের উপমা তাঁহার অনুপম গ্রন্থরত্নগুলি।

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর-চিন্তন।

প্রথমাঙ্ক।

স্বরূপ-তত্ত্ব।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে,
যদুদ্ভবস্থান নিরোধ লীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা—
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্য বর্ত্মনে॥

যে লীলাময় পুরুষ, স্বকীয় মহতী লীলাবশতঃ ক্রীড়াচ্ছলে,—এই জীবকুলের লীলাধাম, জগৎ-প্রপঞ্চ সকলের কারণীভূত—সত্ত্ব, রজস্তমঃ প্রভৃতি শক্তিত্রয় ধারণ করিয়া, জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—যাঁহার মহিমা অপার, মহিমার ইয়ত্তা নাই;—যিনি সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট;—যিনি স্বশক্তিদ্বারা চতুর্ব্বিধ জীবাধাররূপ পাঞ্চভৌতিক শরীর সৃষ্টি করিয়া, শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার পন্থা অতি দুর্জ্জ্ঞেয় ; সেই হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী অনাময় পুরুষ ঈশ্বরকে নমস্কার।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন ;—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥" অতএব, ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ পাতঞ্জল যোগদর্শন সমাধিপাদ।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় প্রভৃতি দোষসমূহ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মাদি দেবাত্মা এবং যাবতীয় মুক্তাত্মা হইতেও যিনি পৃথক বা স্বতন্ত্র ;—তিনিই ঈশ্বর, তিনি জ্ঞানাকর-জ্ঞানসাগর ;—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে ; অন্যান্য দেবাত্মায় তাহা নাই। সুতরাং, যাঁহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর নাই ; তিনিই ঈশ্বর। যেমন অল্পতার শেষ সীমা—'পরমাণু' ; আর, বৃহত্ত্বের চরম সীমা—'আকাশ ;' সেইরূপ, জ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছা-শক্তির অল্পতার পরকাষ্ঠা—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জীব ; আর, তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা—'ঈশ্বর'। এমন কি,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা ;—তিনি কালের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচ্ছিন্ন নহেন ;—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল কালেই, তাঁহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন ; বর্ত্তমান পৃথিবীর আসমুদ্র-হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র—এমন কি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অনু-পরমাণু বালুকণাটুকুর ভিতরেও তিনি বিদ্যমান আছেন এবং ভবিষ্যতে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান থাকিবেন। ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের জন্ম ও মৃত্যু আছে ; কিন্তু, তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। তিনি অজ, অজর ও অমৃত। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে,—

> "স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো, ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ।
> সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগসর্ব্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ॥"

তিনি তেজঃ, বল, ঐশ্বর্য্য ও মহাবোধশালী এবং স্বীয় বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতির একমাত্র আধার ;—তিনি ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-স্বরূপ ;—তিনিই ব্যক্তরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ ;—তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বত্রগামী ;—তিনি সর্ব্ববেত্তা ও অনল, অনিল, সলিল প্রভৃতির শক্তিস্বরূপ এবং তিনিই পরমেশ্বর আখ্যায় অভিহিত। অতএব, তিনি অনাদি, অনন্ত ও অসীম ;—তিনি অনির্ণেয়, অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বাচ্য। কিন্তু; তাহা হইলেও—

> "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
> উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অদ্বিতীয়, অশরীরী, নিষ্কল, চিন্ময় ঈশ্বরের বাচক বা বোধক অথবা আকার—'প্রণব।' কেন না, প্রণব হইতেই ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে ;—স্বর সকল প্রণব হইতেই উদ্ভূত ; মোটের উপর,—"ওঁকার প্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্" সচরাচর ত্রৈলোক্যের সকল পদার্থই প্রণব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং,—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" "ওঁ" এই অক্ষর ব্রহ্ম। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান জীবাধাররূপ পাঞ্চভৌতিক শরীরাভ্যন্তর হইতে যে বায়ু মুখ ও নাসিকার মধ্য দিয়া অহর্নিশ "হংসঃ" এই শব্দে শব্দিত হইয়া সঞ্চারিত হইতেছে ; তাহা প্রণব ধ্বনি—নাদ, বায়ুর আলয় শূন্য স্থানের উদ্দেশ্যে যে নাদ উত্থিত হয়, তাহাই অনাহত শব্দ এবং তাহাই ধ্বনি পদবাচ্য। ধ্বনির অভ্যন্তরে জ্যোতির অবস্থান, তদভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় প্রণব বিরাজমান; সুতরাং—"প্রণবো মোক্ষদায়কঃ" প্রণবই মুক্তিদাতা ঈশ্বর। অতএব,—

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্য-
মোঙ্কারমেকং রবিকোটি দীপ্তিম্।
পশ্যন্তি যে সর্ব্বজনান্তরস্থং,
হংসাত্মকং তে বিরজা ভবন্তি ॥

এই নানজীব-সঙ্কুল জীব-জগতে, যিনি এই জন্ম-মৃত্যুশীল, ব্যোমাদি-ক্ষিত্যন্ত অনিত্য অসার জড়পিণ্ড, উদ্ভিজ্জাদি চতুর্ব্বিধ জীবাধাররূপ পাঞ্চভৌতিক শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া, বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার জীব-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া, "হংসঃ"—রূপে অহর্নিশ গমনাগমন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্বাস ও প্রশ্বাস-রূপে বহির্গমন ও অন্তঃপ্রবেশ করেন; কিন্তু, তথাপি যিনি জন্মমৃত্যুরহিত ও গমনাগমনশূন্য এবং অমৃত ও নিশ্চল; যিনি কোটিসূর্য্যপ্রদীপ্ত, চিরউজ্জ্বল, চিরজ্যোতিষ্মান্ জ্যোতির্ম্ময় প্রণবরূপে জীব হৃদয়ে সতত বিরাজ করিতেছেন; যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, মায়া-মোহের সূচী-ভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি বিষম দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া,—সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—অন্তরায়ের অভিঘাত সহ্য করিয়া,—সংসার কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে বসিয়া,—ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া; রিপুচয় সংযত করিয়া,—ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া,—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর প্রভৃতি সর্ব্বজনান্তরস্থ, সেই হংসাত্মক জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর-বাচক প্রণবকে ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারেন; তাঁহারা বিরজা অর্থাৎ রজোহীন—অর্থাৎ জন্মমৃত্যুবিহীন ও অমৃত হইয়া যান। সুতরাং ঈশ্বর-বাচক প্রণবকেই, তাঁহার প্রকটরূপ বা স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেন না, উপাসকদিগের উপাসনা সৌকর্য্যার্থ অশরীরী, অরূপ, চিন্ময় ঈশ্বরের প্রণব রূপ রূপকল্পনা করা হইয়াছে। অরূপ, অমূর্ত্ত, অশরীরী ঈশ্বরের যে, এরূপ প্রণব-রূপ রূপ কল্পনা, কেবল আজ নহে; অনাদিকাল হইতে, অনাদি ঈশ্বরের সহিত, অনাদি প্রণবের অনাদি সঙ্কেত-বন্ধন করা হইয়াছে

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অনাদিকাল হইতে, অনাদি প্রণবের সহিত, অনাদি ঈশ্বরের অনাদি সঙ্কেত সম্বন্ধ স্থির রহিয়াছে। অনাদিকাল হইতেই, অনন্ত মুনি-ঋষি, অসংখ্য যোগী-তপস্বী, অনাদি প্রণবকে অদ্বিতীয়, অশরীরী, অনির্বাচ্য, চিন্ময় ঈশ্বরের চিন্ময় বাচক বা বোধক বলিয়া জানেন ও চিদ্রূপ প্রণবকে চিন্ময় ঈশ্বর বলিয়া মানেন এবং তাঁহারা চিৎ-স্বরূপ প্রণবকে চিন্ময় ঈশ্বর-স্বরূপ ভাবিয়া, ধ্যান করিয়া থাকেন। মৈত্র্যপনিষদে উক্ত আছে যে;—"ওঁ ব্রহ্মণোমহিমেত্যেবৈতদাহ যঃ সুযুক্তোঽজস্রং চিন্তয়তি" যিনি অধ্যাত্মযোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, নিরন্তর ওঁকার চিন্তা করেন, তিনি বলেন,—'এই চিন্তার অবলম্বন স্বরূপ ওঁকারই ব্রহ্মের মাহাত্ম্য, অর্থাৎ প্রণবের দ্বারা ব্রহ্মাত্মার অনুসন্ধানই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ নিদান। অপিচ,—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চাথ যন্মূর্ত্তং তদসত্যং যদমূর্ত্তং তৎ সত্যং তদ্ব্রহ্মতজ্জ্যোতিঃ যজ্জ্যোতিঃ স আদিত্যঃ স বা এষ ওমিত্যেতদাত্মাহভবৎ।" অরূপ ব্রহ্মের দুইটি রূপ ;—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। এই দুইটির মধ্যে যাহা মূর্ত্ত, অবয়ববিশিষ্ট, তাহা অসত্য ; আর যাহা অবয়বরহিত, তাহাই সত্য, যাহা সত্য, তাহা পরমার্থ ; যাহা পরমার্থ সত্য, তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই জ্যোতিঃস্বরূপ ; ঐ জ্যোতিঃ-স্বরূপ ব্রহ্মই সূর্য্য ;— ঐ সূর্য্যই ওঁকার—স্বরূপে উদিত হইয়াছেন। ঐ প্রণবীভূত সূর্য্য, প্রণব বা ওঁকারস্বরূপ আত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;—অ, উ ও ম,—এই তিনটি প্রণবের অবয়ব। অতএব,—"আদিত্যং ওমিত্যেকং ধ্যায়ত". এই আদিত্যকেই ওঁকার স্বরূপে ধ্যান কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন,—"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্।" প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণবেই সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ছান্দোগ্যেও এই প্রণবোপাসনার বিষয় উক্ত হইয়াছে। সামবেদের উদ্‌গীথ নামক বিভাগে যাঁহাকে ওঁকার বলা হয়, তিনিই ঋগ্বেদের শাস্ত্রাঙ্গভূত প্রণব; আবার, যিনি ঋগ্বেদের প্রণব, তিনিই সামগগণের উদ্‌গীথ। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন,—এই সূর্য্যই উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকার এবং এই সূর্য্যই শাস্ত্রাঙ্গভূত ওঁকার; গুণবিধানকারিণী শ্রুতি বলেন,—উদ্‌গীথ, প্রণবাখ্য, তত্তৎ-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, প্রকাশস্বরূপ, নিরন্তর অবিদ্যারহিত, জরারহিত, অবিনাশী, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাবিশিষ্ট, এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ,—এই তিন স্থান বিশিষ্ট;—অকার, উকার ও মকার,—এই তিন অক্ষরবিশিষ্ট;—জীবাধার দেহরূপ গুহাতে, প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে চিন্তনীয়;—এই সূর্য্যকে ওঁকার স্বরূপে ধ্যান কর। এই যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই, ইনি জগদাশ্রয় সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মেরই সার। এই যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই, ইনি "ওঁ";—এই অক্ষরেরও সারভূত। অতএব,—"ওঁ";—এই অক্ষর দ্বারা—এই প্রাণাত্মক এবং আদিত্যাত্মক তত্ত্বের নিরন্তর উপাসনা করা উচিত। কঠ শ্রুতি বলেন,—এই প্রণব নামক অক্ষরটিই পুণ্যপ্রদ, ইহাই পরব্রহ্মপ্রকাশক, অর্থাৎ মোক্ষ-বিধায়ক বা মুক্তি প্রদায়ক। এই অক্ষরকে অভীষ্ট জানিয়া, যিনি ইহারই চিন্তা করেন, তিনি ঐহিক উন্নতি, অথবা মোক্ষ, যে ফলই কামনা করুন না কেন, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আচার্য্য পিপ্পলাদ শিষ্য সত্যকামকে বলিতেছেন,—'হে সত্যকাম!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ওঁকার কীর্ত্তিত হইল, ইহাকেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া অবগত হও। অর্থাৎ এই ওঁকাররূপ অক্ষরই পরাপর ব্রহ্মের জ্ঞান এবং উপাসনার একমাত্র অবলম্বন।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—'বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তিশূণ্য বিরাগরসিক ত্যাগী যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপ্যবস্তুলাভের উপায় সঙ্খেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদয় সংযত, হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশ যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মের অভিধান অর্থাৎ বাচক "ওঁ" এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণকরতঃ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।' অতএব,—"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।"

পাতঞ্জলযোগদর্শন।

চিদ্রূপ প্রণবের রূপ ও তাহার অর্থভাবন অর্থাৎ চিন্তন করিলে, ঈশ্বর-চিন্তন সাধিত হইবে।

"সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্ঘাতে সমুপস্থিতে।
তারং দ্বাদশসাহস্রমভ্যাসে চ্ছেদনং হি তৎ॥
যস্তু দ্বাদশসাহস্রং প্রণবং জপতেঽন্বহম্।
তস্য দ্বাদশভির্মাসৈঃ পরং ব্রহ্ম প্রকাশতে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপকর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্তের স্তূপীকৃত সজ্জীভূত পাপরাশি সমূলে ধ্বংস করিবার একমাত্র উপায় প্রণব জপ,—প্রতিদিন দ্বাদশ সহস্র প্রণব জপ করিতে পারিলে, হৃদয়মধ্যে যদি পর্ব্বতাকার পাপরাশি বিদ্যমান থাকে; তাহা অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের এমন আর অদ্বিতীয় উপায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমন কি, যে দ্বিজাতি ব্যক্তি অনন্য মনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ দ্বাদশ সহস্র প্রণব জপ করিতে পারেন; তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত স্তূপীকৃত সজ্জীভূত পাপরাশি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাঁহার হৃদয়ে পাপের কালিমা রেখা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না; এমন কি, প্রতিদিন অহর্নিশ দ্বাদশ সহস্র প্রণব জপ করিলে, দ্বাদশ মাসের মধ্যেই হৃদয়-কন্দরে মানস-মন্দিরে চিত্তপটে জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রণবের রূপ ও চিন্তন কি একসঙ্গেই করিতে হইবে?

"জপাচ্ছ্রান্তস্ততো ধ্যায়েদ্ধ্যানাচ্ছ্রান্তস্ততো জপেৎ।
জপধ্যানৌ বিনির্যুক্তৌ তথেশ্বরঃ প্রসীদতি॥"

প্রণব জপ করিতে-করিতে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, জপ ছাড়িয়া দিয়া, প্রণবের স্বরূপ অর্থাৎ আকৃতি ও তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে;—তাহাতে চিত্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, আবার জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ জপ ও প্রণবের স্বরূপ বা অর্থ চিন্তা করিতে-করিতে, চিত্ত স্থির ও নির্ম্মল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া, নিষ্কল ঈশ্বরে সতত নিরত থাকে; অচিরাৎ ঈশ্বরানুভূতি হয়। এইরূপেই, প্রণবরূপী ঈশ্বরের ধ্যান করিবার সুকৌশল মহাত্মা তুলসীদাসজী, একটি সাধারণ সরল দৃষ্টান্ত দিয়া, আপন চিত্তকে বুঝাইয়াছেন;—

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান ধরো জ্যাসা বিয়ান্ কা গাই।
মুমে তৃণ-চানা টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

নবপ্রসূতা গাভী যেমন মুখে তৃণ ও চনকাদি চর্ব্বণ করিতে থাকে; কিন্তু, লক্ষ্য রাখে বৎসের প্রতি অর্থাৎ গাভী তৃণ ও চনকাদি ভক্ষণ করে বটে; কিন্তু, চিত্তকে বৎসের প্রতিই ন্যস্ত করিয়া রাখে; সেইরূপ, প্রণবের স্বরূপে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিয়া, প্রণবের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, প্রণব জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। মনে-মুখে এক করিয়া, প্রণব জপ করিবে; কিন্তু, লক্ষ্য যেন থাকে প্রণবের স্বরূপে; কেন না, প্রণবই একমাত্র অবলম্বন বা একমাত্র লক্ষ্য। অতএব, সতর্কতার সহিত জপ করিতে হইবে; চিত্ত যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। পোতবাহী নাবিকগণ, বিপদের সময় যেমন দূরালোক-দৃষ্টে, একাগ্রচিত্তে তৎ-প্রতি পোতচালনা করে; সেইরূপ, একাগ্রচিত্ত হইয়া, জপ করিতে হইবে। অপিচ,—"যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ, বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।" যেমন সমৃদ্ধ-বেগশালী পতঙ্গসকল বিনাশের নিমিত্ত, একাগ্রচিত্তে প্রদীপ্ত হুতাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হয়,—ক্ষুদ্র পতঙ্গ কোনও বাধা-বিঘ্ন অন্তরায় না মানিয়া, কেবলই তদ্গত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত হইয়া, একান্ত একাগ্রচিত্তে প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে ধাবিত হয়; সেইরূপ, একাগ্রচিত্ত হইয়া, অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে প্রণবের জ্যোতিঃ চিন্তন করিতে-করিতে প্রণব জপ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্র প্রাণের যে গভীর একান্ত একাগ্রতা, উহার যে অপূর্ব্ব তন্ময়তা—উহা মানুষকে চিরকালই শিক্ষা দিতেছে। প্রণবের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া, চিত্তকে প্রণব-জ্যোতিঃতে ডুবাইয়া, নিজের সত্তা প্রণব সত্তায় মিলাইয়া, ক্ষুদ্র পতঙ্গের একাগ্রতার--তন্ময়তার ন্যায়, একাগ্র ও তন্ময় হইয়া, অবিচ্ছিন্নভাবে —"যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি" যেমন স্রোতস্বতী বেগবতী নদী-প্রবাহ, প্রবলবেগে অবিচ্ছিন্নভাবে সাগরাভিমুখে দ্রুত-বিচ্ছুরিত-গতিতে ধাবিত হয়, কোনও বাধাবিঘ্ন মানে না, অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে ছুটিতে থাকে; যতদিন না সমুদ্রে মিশিবে, ততদিন তাহার গতির বিরাম হইবে না, ততদিন তাহার হৃদয়ের শান্তি হইবে না; আজ হউক, কাল হউক, শত বর্ষান্তে হউক, সহস্র বর্ষান্তে হউক, মিশিবেই মিশিবে; তদ্রূপ, স্রোতস্বতীর বেগবতী প্রবাহের ন্যায় চিত্তপ্রবাহকে জ্যোতিৰ্ম্ময় প্রণবের প্রেমে আকৃষ্ট করিয়া, অবিচ্ছিন্নভাবে প্রণবের চিন্তন করিতে হইবে। ঐ যে, স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে, চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ প্রণব হৃদয়কন্দরকে আলোকিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, স্থির ও নিশ্চল হইয়া, গম্ভীরভাবে রহিয়াছেন;—উহাই একমাত্র লক্ষ্য,—উহাই একমাত্র উদ্ধার-কেন্দ্র। অতএব,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে স্থিরদীপনিভাকৃতিম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমচলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্॥"

মানুষের ইন্দ্রিয় সকল, যেখানে একেবারে স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে,—কল্পনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়;—কল্পনার সাহায্য ব্যতীত যেখানের দূরত্ব অনুভব করা যায় না; সেইখানে, অনন্ত অন্ধকার মধ্যে, উজ্জ্বল-সম্মোহন পরম-সমুজ্জ্বল প্রণব, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়, স্থির ও নিশ্চল হইয়া, গম্ভীরভাবে বিরাজ করিতেছেন। সেই হৃদয়-কোকনদস্থিত জ্যোতির্ম্ময় প্রণবে চিত্ত ন্যস্ত করিয়া, অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে প্রণবের চিন্তন করিতে-করিতে, যৎকালে চিত্ত স্থির, নির্ম্মল ও একাগ্র হইয়া আসিবে; আর প্রণব হইতে বিরত বা বিচলিত হইয়া, অন্য কোন চিন্তনে বা অন্য কোন রূপদর্শনে নিরত বা ধাবিত হইবে না;—প্রণবেই নিরন্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে, তখন 'প্রত্যক্ চৈতন্য' যথার্থরূপে মনশ্চক্ষুর গোচরীভূত হইবে; তখন "সম্ভবেচ্চ মনোন্মনী" মনে উন্মনীভাব আসিবে,—"মনসোহ্যুন্মনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে। যদা যাত্যুন্মনীভাবস্তদা তৎ পরমং পদম্॥" যৎকালে মনের উন্মনী অবস্থা উপস্থিত হয়, তৎকালে হৃদয় হইতে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, দ্বৈতাদ্বৈত বিসম্বাদ মিটিয়া যায়, রিপুর তাড়না, বাসনার অনল, আমিত্বের অহঙ্কার প্রভৃতি সকলই 'ব্রহ্মসমুদ্রে' বিলুপ্ত হইয়া যায়,—কামনা নিশ্চলতা প্রাপ্ত, বাসনা বিজিত, আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত ও কল্পনা প্রত্যক্ষ হয় এবং ভাষা নির্ব্বাক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যায়। সুতরাং, নির্ব্বিঘ্নে সমাধি লাভ হয়। সমাধিস্থ হইলে, চিরশান্তিময় বিষ্ণুর পরম পদ অবাধে অক্লেশে লভ্য হয়; কেন না,—"ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠাস্তসর্ব্বান্ পরিপালয়তি।" পরমকারুণিক ভক্তবৎসল পরমেশ্বর, করুণাপর হইয়া, করুণা করিয়া, করুণাবশতঃ তদ্গত তন্ময়চিত্ত ভক্তিনিষ্ঠ সমাধিস্থ ভক্তকে সকল প্রকার বিঘ্নরাশি হইতে, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং ভক্তকে সকল প্রকার অভিলষিত প্রদান করেন, এমন কি—মোক্ষও প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং, সাধক অনায়াসে মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া, সদা পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকেন। ভক্তবৎসল পরম বিভু পরমেশ্বর স্বয়ং কহিয়াছেন,—

"একাগ্রমনসা যো মাং ধ্যায়তে হরিমব্যয়ম্।
হৃৎপঙ্কজে চ স্বাত্মানং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥
একো বিষ্ণুরনেকেষু জঙ্গম স্থাবরেষু চ।
অনুস্যূতো বসত্যাত্মা ভূতেষ্বহমবস্থিতঃ॥
তৈলং তিলেষু কাষ্ঠেষু বহ্নিঃ ক্ষীরে ঘৃত যথা।
গন্ধঃ পুষ্পেষু ভূতেষু তথাত্মাবস্থিতো হ্যহম্॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্মধ্যে হৃদয়ে চিদ্রবিং হরিম্।
গোপী চন্দনমালিপ্য তত্র ধ্যাত্বাপ্নুয়াৎ পরম্॥"

বাসুদেবোপনিষৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ পুরুষ, একাগ্রমনে স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে আমাকে অব্যয় হরিরূপে সতত ধ্যান করেন;—তিনি অনায়াসে এই অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-কারাবাস হইতে,—এই সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত মায়া-গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; সংশয় নাই। আমার যে আদি, মধ্য ও অন্তবর্জ্জিত স্বয়ং জ্যোতিঃ, অদ্বয়, অব্যয়, সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মরূপ; তাহা একমাত্র ভক্তিনিষ্ঠ একান্ত ভক্তই ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা জানিতে পারেন। এই ব্রহ্মের মূর্ত্তি ত্রিবিধ;—স্থূল, সূক্ষ্ম ও ব্রহ্ম। তন্মধ্যে স্থূল—বৈরাজ মূর্ত্তি, সূক্ষ্ম—হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্ম—বীজত্রয়াত্মক নাদ অর্থাৎ প্রণব। সুতরাং আমার সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ ত্রিবিধ;—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ঈশ্বর। যদ্যপি লোকে ক্ষর ও অক্ষর,—এই দুইটী পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে; দুইটি বৈ পুরুষ নাই; কিন্তু, ইহা ভিন্ন আরও অন্য একটি পুরুষ আছেন;—তিনি পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা—এই ত্রিলোক প্রসিদ্ধ ক্ষর ও অক্ষর—এই দুই পুরুষ অপেক্ষা উত্তম। এই নিমিত্ত, বেদে ও লোকমধ্যে আমি পুরুষোত্তম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। ক্ষর ও অক্ষর;—এই দুইটির মধ্যে ক্ষর পুরুষ-জীব। ইহাঁর অপর নাম ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ; আর, অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম—ইহাঁর অন্য নাম—কূটস্থ পুরুষ। সুতরাং সমস্ত ভূতই ক্ষর এবং কূটস্থ অক্ষর—ব্রহ্ম।' মানুষের এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক শরীরের উত্তমাঙ্গে, ললাট-পটকের অন্তর্গত ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে, মস্তিষ্ক-পিণ্ডের অভ্যন্তরে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, কূটাগার বিদ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে; "ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটে তু নাসিকায়াস্তু মূলতঃ। জানীয়াদমৃতং স্থানং তদ্ব্রহ্মায়তনং মহৎ॥" ঐ যে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে, নাসিকার মূলদেশে কূটাগার বিদ্যমান,—ঐ স্থানকেই ব্রহ্মায়তন ও অমৃত স্থান বলিয়া জানিবে;—উহা মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। আমার সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মরূপ উক্তস্থানে নিত্য বিরাজমান; —এইজন্য ইহাঁকে কূটস্থ বলে। এই কূটস্থ পুরুষেরই প্রকাশ ত্রিবিধ; —জগৎ সৃষ্টি হইলে, তাহাতে সর্ব্বব্যাপিত্ব সত্তা-স্বরূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ লক্ষিত হন; তিনি ব্রহ্ম। আর,—জগতে চিৎস্বরূপ জীবকুলকে আশ্রয় দিয়া যে প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক, তাহাই পরমাত্মা; সেই পরমাত্মারূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ-রূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম। সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষই ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ভর্ত্তা-স্বরূপে বিরাজমান। সুতরাং, তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নামই—'ভগবান্';—এই নিমিত্ত ইহাঁকে পুরুষোত্তম বলা হয়। যদ্যপি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু —"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু, তিনি ইচ্ছাময়, স্বকীয় মহতী ইচ্ছায় তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শরীরে—"ঈশ্বরো জীব-কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।" শাস্ত্রে আছে যে,—"বদন্তি তত্ত্বত্ত্ব-বিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা, অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন; বেদবাদীগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে 'ভগবান্' বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তন করেন। সুতরাং,—"সত্যং জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম" সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মের প্রকাশ ত্রিবিধ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। একমাত্র পরম পুরুষ ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হররূপে ব্যক্ত হন বটে; কিন্তু, সত্ত্বময় হরি হইতেই মনুষ্যের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। স্পষ্ট দেখা যায় যে, পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ-রহিত কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রে; কেন না, তাহার চলন ক্ষমতা আছে। ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ; কারণ, বেদোক্ত কার্য্যের সাধন; সেইরূপ তমঃ হইতে রজঃ এবং রজঃ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয়; সুতরাং, বিরিঞ্চি ও হর,—এই উভয় হইতেই সত্ত্বগুণময় হরি প্রধান। পুরাকালে মুনিগণ, এই সকল কারণেই ভগবান্‌কে শুদ্ধ-সত্ত্বরূপে ধ্যান ও পূজা করিতেন। ভগবান্ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও, কার্য্যকারণাত্মিকা নিজ পারমেশ্বরীয় গুণময়ী মায়ায় প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; পশ্চাৎ সেই সমস্ত গুণ, যখন আকাশাদি রূপে প্রকাশিত হইল, তখন সমুদয়কে যেন আপনার গুণ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া, সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু, বাস্তবিক তাঁহার সে অভিমান নাই; কারণ, তিনি বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ। যেমন একমাত্র অগ্নি আপনার অভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিভেদে নানারূপে পরিদৃশ্যমান হয়, সেইরূপ বিশ্বাত্মা পরম পুরুষ পরমেশ্বর একাকীই নানা ভূত আশ্রয় করিয়া, নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ভগবান্, নিজগুণ-নির্ম্মিত সুক্ষ্ম ভূত-চতুষ্টয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করিয়া, ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ গুণময় ভাবদ্বারা ইচ্ছা-ক্রমে উপযুক্ত বিষয়-ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণময় লোক-কর্ত্তা হরি, লীলাক্রমে দেব, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকসমূহের অন্তঃকরণে নানা ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেন। অর্থাৎ, ভগবান্ লোকসৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ 'মহৎ', 'অহঙ্কার' ও 'পঞ্চতন্মাত্র' দ্বারা-বিনির্ম্মিত অর্থাৎ পুরুষরূপ পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়,—এই ষোড়শ-অংশবিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ, পদ্মনামক কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া, শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়। সেই পদ্ম-গর্ভে সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টাদিগের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া-ছিলেন; তাঁহারই অবয়ব-সংস্থান দ্বারা এই ভূলোকাদি জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে বটে; কিন্তু, তাহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমঃ প্রভৃতি দ্বারা অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব, তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ। যোগিগণ, প্রভূত জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন;—'পুরুষরূপ ভগবানের অসংখ্য হস্ত, পদ, মস্তক ও নাসিকা;—তিনি মৌলি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত।' এই বিরাট মূর্ত্তি, অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয়-বীজস্বরূপ—ইহা অব্যয়; কদাপি ইহার ধ্বংস নাই। ইহা সকল অবতারের নিদান, অর্থাৎ চরমে সকল অবতারই এই অবতারে বিলীন হইয়া থাকেন;—ইহারই অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদিরূপ নানাবিধ অবতারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তর্যামী ভগবান্,—কর্ম্ম ও জন্মরহিত; কিন্তু আত্মজ্ঞানপরায়ণ পণ্ডিতগণ বলেন,—'অবিদ্যার সংসর্গে জীবের ন্যায় তিনি অতি দুর্জ্ঞেয় জন্মলাভ এবং কর্ম্ম করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি জীব হইতে তাঁহার অনেক বিশেষত্ব আছে।' কেন না, তাঁহার জন্মগ্রহণ, কর্ম্মকরণ ও শরীর ধারণ,—"তচ্চ দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ" তাহা অলৌকিক এবং স্বশক্তিমাত্র-সমুদ্ভব দিব্য শরীর। ফলতঃ তিনি জন্মরহিত; শরীর পরিগ্রহ ব্যতীত বেদপ্রণয়ন, দৈত্যসংহার ও ভক্তদর্শন প্রভৃতি কার্য্য হইতে পারে না; এইজন্য তিনি দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার জন্ম এবং দেহ পরিগ্রহ করিয়াও, বেদ প্রণয়নাদি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু, তাহা হইলেও জীব হইতে তাঁহার অনেক বিশেষত্ব আছে; তিনি জীব হইতে ভিন্ন। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত,—আর জীব সংসার-বদ্ধ; তিনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ,—আর জীব অতিশয় মলিন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—আর, জীব অজ্ঞ; তিনি আত্মা,—আর, জীব জড়; তিনি নির্ব্বিকার;—আর, জীব বিকারী; তিনি আদি পুরুষ,—আর, জীব আদিমান্; তিনি ঐশ্বর্য্যশালী,—আর, জীব ঐশ্বর্য্যহীন; তিনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর,—আর, জীব গুণত্রয়ের অধীন; তিনি মায়াধীশ,—আর, জীব মায়াধীন। যেহেতু, তিনি অখণ্ডিত দৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধির অবস্থা দেখিতেছেন এবং বিশ্বপালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন; অতএব, তিনি জীব হইতে সর্ব্বপ্রকারেই বিভিন্ন,—ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অবলীলাক্রমে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও নাশ করিতেছেন, অন্তর্যামীরূপে সকল ভূতের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয়-সুখের কেবলমাত্র অঘ্রাণ লইতেছেন; কিন্তু, তথাপি তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। কারণ, তিনি স্বাধীন ও ষড়িন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। দুর্নীতিপরায়ণ নাস্তিক্যবুদ্ধি কূট-তার্কিক কুবুদ্ধি মনুষ্য, তর্কাদি দ্বারা তাঁহার জন্মকর্ম্মাদিরূপ লীলার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না;—"মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্" পরমেশ্বরের কারুণ্যই কার্য্যপ্রবৃত্তির প্রধান কারণ; কেন না, তিনি করুণাময়। পরমাত্মা নটের ন্যায়, তিনি মন ও বাক্য দ্বারাই রূপকল্পনা এবং নামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সুতরাং,—"মধুমথন মহিম্নামস্তি বেত্তা ন কোঽপি" অজ্ঞ মানব কিরূপে তাঁহার মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে? তবে যে ব্যক্তি সেই দুরন্তবীর্য্য পরাৎপর চক্রপাণি পরমেশ্বর মধুমথন মধুসূদনের পরম-রমণীয় পাদ-পদ্ম-সৌরভ নিরন্তর ভক্তি-সহকারে সেবন করেন, তিনি ভক্ত বলিয়া ভগবানের দুর্জ্ঞেয়ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারেন। ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন,—"ন বাপ্রকরণ ভেদাৎ পরোববীয়স্ত্বাদিবৎ" ভক্তিবশে ভক্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি নানাবিধ;—সেই সকল বিদ্যাদি নিরন্তর যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে; তিনিই ব্রহ্ম;—তিনিই এই বিশ্বের সম্পাদক;—তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অবিকার এবং আনন্দমাত্র, ইহাতে মনোমত মূর্ত্তিই দর্শন করিয়া থাকেন। যেহেতু, ভগবান্ পর হইতেও পর এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন না, "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" পরমাত্মায় সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণের পূর্ণতা থাকায়, তাঁহার প্রতি ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মারূপে অবস্থিত হওয়ায়, তাঁহাকে ঈশ্বর বা ভগবান্ বলা হয়। যেমন তিল মধ্যে তৈল, কাষ্ঠ মধ্যে বহ্নি, দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত ও পুষ্পমধ্যে গন্ধ অবস্থিতি করে; তদ্রূপ আমিই জীবদেহে বীজত্রয়াত্মক নাদরূপে, সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে অতিসূক্ষ্ম পরব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব, যিনি একাগ্রমনে সমাহিত হইয়া স্বকীয় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে ব্রহ্মরন্ধ্রে ও হৃদয়ে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য-প্রদীপ্ত আমার চিন্ময়রূপ চিন্তা করেন; তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব, বীজত্রয়াত্মক অর্থাৎ,—'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কার,—এই বর্ণত্রয়াত্মক নাদ অর্থাৎ প্রণবই একমাত্র উপাস্য এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অতএব, তুমি যাহা নও, তাহাই যদি হইতে চাও, তোমার যাহা নাই, তাহাই যদি পাইতে চাও, তবে তোমার যাহা আছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, অর্থাৎ অনিত্য, অসার, জড়পিণ্ড, পার্থিব সংসারের পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের সুখ-সম্ভোগ পরিহার করিয়া, অপার্থিব সুখ লাভের জন্য প্রস্তুত হও; ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিয়া, চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দময় রাজ্যে যাইবার জন্য, পাথেয় সংগ্রহ কর;—নিরন্তর জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের আরাধনা ও জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তন কর,—তোমার জন্য মোক্ষধামের তোরণদ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সেখানে অনাবিল সুস্নিগ্ধ-আনন্দালোকে দিগন্ত সতত উদ্ভাসিত, নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের সৌগন্ধে প্রত্যেক অনু-পরমাণু মণ্ডিত;—স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী সর্ব্বদাই উড্ডীয়-মান;—সুপ্ত স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সকলেই নিরন্তর উৎসাহান্বিত। মোটের উপর,—"ন যত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা, ন যত্র জাড্যং ন চ তাপসঞ্চয়ঃ। ন যত্র শোকো ন বিধির্নিষেধো—ন যত্র মোহো ন বৈ প্রমাদঃ॥" যদি সেই রাজ্যে যাইতে চাও;—যেখানে শোক নাই, সন্তাপ নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, জন্ম নাই, জরা নাই;—যেখানে জীবন আছে,—কিন্তু মৃত্যু নাই; যেখানে যৌবন আছে, কিন্তু বার্দ্ধক্য নাই; যেখানে বিশ্রাম আছে, কিন্তু শ্রম নাই; যেখানে শান্তি আছে, কিন্তু সংগ্রাম নাই; যেখানে জ্ঞান আছে, কিন্তু মোহ নাই; যেখানে প্রেম আছে, কিন্তু বিরহ নাই; সাধুতা আছে, কিন্তু শঠতা নাই; আনন্দ আছে, কিন্তু আক্ষেপ নাই; যেখানে আকাশে মেঘ নাই, চন্দ্রের হ্রাস নাই, সূর্য্যের অস্ত নাই, বসন্তের বিরাম নাই, কালের অন্ত নাই; যে রাজ্যের অধি-পতি স্বয়ং ঈশ্বর, দেবতা প্রজা, মুক্তি আচ্ছাদন ও পবিত্রতা আস্তরণ;—যেখানে—"ন পুণ্যপুঞ্জৈর্ন তপোভিরুগ্রৈর্ন দেশ তীর্থা-টন যজ্ঞযোগৈঃ। ন মন্ত্রজাপৈর্নোপবাসকৃচ্ছ্রৈর্ন গম্যতে ক্বাপি চ যঃ কথঞ্চিৎ॥" যদি সেই রাজ্যে উপনীত হইয়া, প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, যে সুখে সন্তাপ নাই, বিরাম নাই;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে ঐহিক সুখের মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া, মুগ্ধ হইও না,—আত্ম-হারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। সংসারের পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির কাকুতি-মিনতির প্রতি কর্ণপাত করিও না,—মায়িক পদার্থ সকলের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অমায়িক, নিত্য, সার ও সত্যকে বিসর্জ্জন দিও না। তোমার শরীর ক্ষণ-বিধ্বংসী, যে কোন মুহূর্ত্তেই তোমার সবল সুন্দর, সুঠাম শরীর ধূলিকণায় পরিণত,—বা শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ,—অথবা শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে; তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং, মানব-জীবন সংসার-জলদজালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণ-ভঙ্গুর;—আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য বিষয় বাত্যা-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় অসার;—আপাতঃ প্রিয়দর্শনা পরিণাম-কালভুজঙ্গিণী বিলাসিণীর লীলা-নিকেতন হিম-বিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী; আর, আজ যে কলেবরে এত রমণীয়তা,—আজ যে দেহে পুনঃ পুনঃ গন্ধানুলেপন জন্য এত ব্যাকুলতা, কল্য তাহার পরিণাম—শ্মশানক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ বা শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য বিশেষ। অতএব,—"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।" এই অনিত্য অসার জড়পিণ্ড মায়াময় সংসারের অনিত্যতা, অসারত্ব ও জড়তা পরিজ্ঞাত হইয়া, আশু ইহার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, জগন্নিয়ন্তা জগন্নিদান জগদীশ্বরের পদারবিন্দ মকরন্দ পানানন্দে চিত্ত-ভৃঙ্গকে নিয়োজিত কর। দেখিতেছ না, তোমার আয়ু যে ফুরাইয়া যাইতেছে,—দিন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘনাইয়া আসিতেছে,—পরকাল কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে; পরকালের উপায় কি করিলে? অতএব,—

দেহেঽস্থিমাংসনিকরে স্বমতিস্ত্যজ ত্বং,
জায়াসুতাদিষু সদা মমতাং বিমুঞ্চ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গুরং হি,
বৈরাগ্যভাবরসিকো ভব যোগনিষ্ঠঃ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ১২৭

এই রসাসৃঙ্‌মাংস,—মেদ-মজ্জাস্থি অনিত্য-অসার-জড়পিণ্ড পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর;—আপন কায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই সুতাদির ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া,—হীনতা দীনতা কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া,—আধি-ব্যাধি শোক-তাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া,—দুঃখ-দৈন্য, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, এমন কি—আপন দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, এই জগৎকে নিয়ত ক্ষণভঙ্গুর-রূপে অবলোকন কর ও বৈরাগ্যে হৃদয় দীক্ষিত করিয়া, শ্মশানেশ্বরের ন্যায় বৈরাগ্যবান্ হইয়া, বৈরাগ্য ভাবের রসিক হও এবং সতত যোগে নিষ্ঠাবান হইয়া ধ্যান-ধারণার সাধনা পথ বহিয়া, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাকিনা সমুপগম্য বিবিক্তদেশং,
প্রাণাদিরূপমমৃতং পরমার্থতত্ত্বম্।
লঘ্বাশিনা ধৃতিমতা পরিভাবিতব্যং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥

পর্ব্বত-শিখরে বা ভূপৃষ্ঠস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় রমণীয় মনোরম স্থানে আরোহণ করিয়া,—বা কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর বিস্তৃত-পুলিনে,—অথবা বিল্ববৃক্ষমূলে,—কিংবা সুমনোহর বৃক্ষ-গুল্ম—লতা-বল্লী, শস্পশোভিত, বিজনবনে,—কিংবা জন-সমাগমশূন্য মনোনুকূল পবিত্র সমতলক্ষেত্রে; মোটের উপর—"স্বচিত্তৈকাগ্রতা যত্র তত্র" একাকী গমন করিয়া, লঘুভোজন অর্থাৎ মিতাহারী হইয়া, ধৈর্য্যসহকারে কামক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুচয় দমন পূর্ব্বক, রিপুচয় জয় করিয়া, রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, সংসার-রোগহর অদ্বিতীয় পরমৌষধ, প্রাণাদি-অমৃতরূপ পরমার্থতত্ত্ব পরমেশ্বরের পদারবিন্দমকরন্দ পানানন্দে চিত্তভৃঙ্গকে নিরত করিয়া, অহর্নিশ জগদীশ্বরের চিন্তনে নিরত হও; তাহা হইলে, অচিরাৎ তোমার ভব-ব্যাধির উপশম হইবে, চিরতরে সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, তোমার সকল দুঃখ-তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে। অতএব,—

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং
চিদ্রূপদীপং তিমিরান্ধনাশম্।
পশ্যামি তং সর্ব্বজনান্তরস্থং
নমামি হংসং পরমাত্মরূপম্॥

যোগশিখোপনিষৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নানা জীবসঙ্কুল জীব-জগতে, যিনি জন্ম-মরণশীল, অনিত্য অসার জড়পিণ্ড, জীবাধাররূপ, চতুর্ব্বিধ, পাঞ্চভৌতিক, শরীরাভ্যন্তরে বিবিধপ্রকার জীবরূপে জীবহৃদয়কে আশ্রয় করিয়া, অহর্নিশ শ্বাস ও প্রশ্বাস-রূপে বহির্গমন ও অন্তঃপ্রবেশ করেন; কিন্তু, তথাপি যিনি জন্ম-মৃত্যুহীন ও গমনাগমন পরিশূন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় চিন্ময়রূপে নিত্য বিরাজিত;—যিনি চিদ্রূপ-দীপস্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বলোকের প্রদীপ-স্বরূপ জ্ঞানালোকের প্রভু হইয়া, জ্যোতিষ্মান্ জ্ঞানরূপে অবিদ্যান্ধ জীবের অজ্ঞান অন্ধকার সমাচ্ছন্ন নিভৃত হৃদয়-কন্দরের স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমিরান্ধকার নাশ করিয়া, নির্ম্মল উজ্জ্বল-সন্মোহন জ্ঞানালোকের বিমল-জ্যোতিঃ দ্বারা তমোময় হৃদয়-কন্দর শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন;—যিনি সর্ব্বজীবের অদৃশ্যস্থলে, হৃদয়কমলের রক্তিমদলে, চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ পরমাত্মারূপে অবস্থিতি করিয়া, জীবাত্মার কর্ম্মাকর্ম্মের দ্রষ্টা ও সাক্ষীস্বরূপে সতত বিরাজ করিতেছেন; আমি সেই স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর সর্ব্বজীবের অন্তরস্থ পরমাত্মরূপী প্রণব-রূপ হংসকে নমস্কার করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর-চিন্তন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রণবাভ্যন্তরে ঈশ্বর-চিন্তন।

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযাতং বচসানিরুক্তং,
নমামি হে দেববরং বরেণ্যম্॥

হে দেব! আপনি আদ্য, অনন্ত, বিকার-রহিত, সত্য-স্বরূপ এবং সর্ব্বান্তর্যামী;—আপনি উপাধিহীন;—অচিন্ত্য ও বাক্যের অবিষয়;—মনের অপেক্ষাও আপনার বেগ অধিক;—বাক্য দ্বারা আপনাকে নির্ব্বাচিত করিতে পারা যায় না;—অতএব, আপনাকে নমস্কার।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,—"হৃৎপদ্ম কর্ণিকামধ্যে স্থির দীপনিভাকৃতিম। অঙ্গুষ্ঠমাত্রমচলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্॥" অতএব, প্রণবাভ্যন্তরে ঈশ্বরকে কিরূপে চিন্তন করিতে হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমেশুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে,
গুহানিবাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ২। ১০

জন-সমাগম-শূন্য, সুমনোরম, সুপবিত্র সমতলক্ষেত্রে, একটি মনোনুকূল স্থান মনোনীত করিবে। স্থানটি যেন, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব-শূন্য, সমতল, কঙ্কর, বালুকারাশি ও বল্মীক-মৃত্তিকা প্রভৃতি বিবর্জ্জিত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। শ্বাপদ জীবজন্তু প্রভৃতির ভয় না থাকে ও দংশ-মশকাদিরহিত এবং কোন প্রকার চিত্ত উদ্বিগ্নকারক বা চক্ষুপীড়নকর না হয়। এতাদৃশ সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবর্জ্জিত, সুমনোহর স্বীয় মনোনুকূল সমতল ক্ষেত্রে, একটি সুদৃশ্য সুরম্য কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কুটীরটি এমনভাবে এমন সুকৌশলে প্রস্তুত করিবে, যাহাতে বাহিরের কোন প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর না হয়,—বা নিকটে কোনও ক্ষুদ্র জলাশয়াদি না থাকে এবং বাহিরের বায়ু ও দংশ-মশকাদি ক্ষুদ্র জীব বা অগ্নিতাপ কিংবা সূর্য্যাতপ প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে। এরূপ সুকৌশলে কুটীরটি নির্ম্মাণ করিয়া, প্রত্যহ তাহা সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কৃত, জল দ্বারা বিধৌত, সদ্য গোময় দ্বারা লেপিত ও সুগন্ধি ধূপাদি দ্বারা সুগন্ধিত করিয়া পবিত্র ও নির্ম্মল করিবে; কিন্তু, কুটীরটি যেন বৃহৎ বা অতিক্ষুদ্র না হয়; অথচ, দেখিতে সুন্দর ও সুদৃশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। এতাদৃশ,—

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ,
শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ।
অন্ত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি,
নিরুদ্ধ ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য ॥

শব্দাদি বর্জ্জিত নির্জ্জন কুটিরাভ্যন্তরে অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ,—"চৈলাজিন কুশোত্তরম্" একটি সুকোমল আসন বিন্যাস করিবে। অর্থাৎ, প্রথমে ভূমির উপর কুশ, কুশোপরি মৃগচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্মোপরি পট্টবস্ত্র ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত করিয়া, সুকোমল ও সুদৃশ্য করিতে হইবে। এইরূপ সুশোভন সুকোমল আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া, যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনোপযোগী পদ্মাসন অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ,—

"উর্ব্বোরূপরি বৈধত্তে যদা পাদতলে উভে।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধি বিষাপহম্ ॥
পদ্মাসনং সুসংস্থাপ্য তদঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং পুনঃ।
ব্যুৎক্রমেণৈব হস্তাভ্যাং বদ্ধ পদ্মাসনং ভবেৎ ॥"

বামচরণতল দক্ষিণ উরূপরি এবং দক্ষিণ চরণতল বাম উরূপরি যত্নসহকারে উত্তানভাবে রাখিলে, ইহাকে পদ্মাসন বলে। আর, ঐভাবে পদবিন্যাস করিয়া, দুই পার্শ্বে দুই হস্ত পশ্চাদ্দেশে বেষ্টন পূর্ব্বক, বামহস্ত দ্বারা বাম পাদাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধরিয়া, চিবুককে কণ্ঠদেশে সংস্থাপন করিবে এবং দাঁতে দাঁত সংলগ্ন না হয়, এমনভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখবিবর আবদ্ধ করিয়া, দন্তমূলে অথবা তালুমূলে রসনা বিন্যাস করতঃ বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্ফীত, বক্ত্র ক্রমশঃ উন্নমিত এবং মুখ অগ্রদিকে বিষ্টম্ভিত ও কায়-শিরঃ-গ্রীবাদেশ সমভাবে অবস্থাপিত করিয়া, অন্য দিক হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া, অন্য কোন দিকে অবলোকন না করিয়া, স্বীয় নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিবে ;—ইহারই নাম বদ্ধ পদ্মাসন। এই পদ্মাসন অভ্যাসক্রমে সুদৃঢ় হইলে, শরীরস্থ যাবতীয় গ্লানি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এমন কি—শরীরে কোন প্রকার বিষ প্রবেশ করিলে, তাহাও জীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু— "যদা প্রহর পর্য্যন্তং স্থিরং স্যাদেকমাসনম্। তদা যোগ্যং বিজানীয়াদাসনং যোগসাধনে ॥" অভ্যাসক্রমে যে সময়ে একপ্রহর কাল পর্য্যন্ত একাসনে সুখে উপবেশন করিতে পারিবে, কোন প্রকার ক্লেশানুভব হইবে না ; তৎকালে বুঝিবে, আসন যোগসাধনোপযোগী হইয়াছে ; অন্যথা নহে। পরন্তু, যাঁহারা এতাদৃশ পদ্মাসনে উপবেশন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা—"যেন কেন প্রকারেণ সুখং ধার্য্যঞ্চ জায়তে। তৎসুখাসনমিত্যুক্তমশক্তস্তৎ সমাচরেৎ ॥" যে কোন প্রকারে সুখে উপবেশন করিয়া, ধ্যানাভ্যাস করিতে পারেন ; কিন্তু, তা বলিয়া, বক্ত্র বা অগ্র পশ্চদ্ভাগে ঝুঁকিয়া বা গাত্র-কম্পনাদি করিলে হইবে না। এমন ভাবে বসিতে হইবে, যাহাতে শরীর ও মস্তকদেশ সরল থাকে এবং শরীর না নড়ে বা না কাঁপে। কেন না,—"অচঞ্চলত্বঞ্চাপেক্ষঃ।" অঙ্গচেষ্টা-রহিত অচঞ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া, সুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবেশন করিয়া, ধ্যান করিতে হয়, যাহাতে তন্ময়তা সত্বর আসে। পরন্তু, এইরূপ উপবেশন কেবল যাঁহারা অশক্ত, তাঁহাদের পক্ষে বিহিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরন্তু, এরূপ আসনোপবেশনে অসমর্থ হইয়া, শয়ন করিয়া, বা দণ্ডায়মান হইয়া, ধ্যান করিতে চাহিলে, হইবে না; কেন না,—"আসীনঃ সম্ভবাৎ॥" অচল অটল ভাবে অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, স্থির ও সুখকর আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিই ধ্যান করিতে সমর্থ হয়; অন্যে নহে। ধ্যানের অর্থ,—"ধ্যেয়াবস্থিতচিত্তস্য সদৃশঃ প্রত্যয়শ্চ যঃ। প্রত্যয়ান্তর নির্ম্মুক্তঃ প্রবাহো ধ্যানমুচ্যতে॥" অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে অদ্বিতীয় চিন্ময় ঈশ্বরে নিবিষ্ট-চিত্ত অর্থাৎ প্রগাঢ় আসক্ত হইয়া, ভাবময় ঈশ্বরকে মনোময় করিয়া, অতিশয় মনোযোগের সহিত অনাকুল মনে ষোল-আনা অন্তঃকরণের বৃত্তি-প্রবাহ ঈশ্বরে প্রবাহিত করাকেই ধ্যান বলা যায়; অন্যথা নহে। অর্থাৎ ঈশ্বরে সমান প্রত্যয় প্রবাহিত করা,—বা অবিচ্ছেদে ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করার নাম ধ্যান। সুতরাং, তাহা শয়ন, গমন, দণ্ডায়মান বা চঞ্চল অবস্থাতে বা অন্যমনস্ক হইয়া হয় না। কেন না, এই সকল ব্যাপার চিত্তবিক্ষেপজনক। শয়নকালে—ধ্যেয়গোচরে একাগ্রতা থাকে না;—দণ্ডায়মান থাকিলে, চিত্ত দেহধারণে ব্যাপৃত থাকে। অতএব, তৎকালে চিত্ত সূক্ষ্ম-বস্তু নিরীক্ষণে ক্ষমবান্ হয় না; সেই জন্য শাস্ত্র কহিয়াছেন;—"আসীনঃ সম্ভবাৎ;" এমন অচল, অটল অচঞ্চল অবস্থায় বসিতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে শরীর না নড়ে, না কাঁপে বা বেদনা প্রাপ্ত না হয় এবং চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে। ইহাকেই যোগশাস্ত্র,—"স্থিরসুখমাসনম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমনভাবে স্থির ও সুখকর আসনে সুকৌশলে বসিতে হইবে, যাহাতে অনেকক্ষণ বসিলে, বসিবার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বলবতী হয়;—ইহাকেই বলে সুখাসন। অতএব,—"সুখেনৈব ভবেদ যস্মিনজস্রং ব্রহ্মচিন্তনমাসনং তদ্বিজানীয়াদন্যৎ সুখবিনাশনম্॥" যে ভাবে বসিলে, শরীরের কোন অঙ্গে ক্লেশানুভব বা বেদনা বোধ না হয়, চিত্তে উদ্বেগ বা বিক্ষেপ না জন্মে, সুখানুভব ও আনন্দানুভূতি হয় এবং তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে নিরন্তর অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঈশ্বরের চিন্তন করিতে পারা যায়, তাহাই সুখাসন; অন্যথা সুখবিনাশক বা দুঃখজনক বলিয়া জানিবে। এইরূপে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়নিচয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে, ললাটমধ্যে, শিরঃকঙ্কালের অন্তর্গত মস্তিষ্কপিণ্ডের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় আজ্ঞাচক্রে মনোহর-দ্বিদলপদ্মের শুভ্রস্তবকে উজ্জ্বল সম্মোহন—"রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংশম্" যে গুরু মূর্ত্তি সতত বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার শ্রীচরণযুগল স্মরণান্তর প্রণামপূর্ব্বক, পূর্ব্ববৎ স্ব-নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, স্বকীয় হৃদয়কমলের রক্তিমদলে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের চিন্তন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং,
সকর্ণিকং কেশরমধ্যনালম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়োর্ব্বদন্তি,
ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং প্রধানম্॥
গীতাসার।

হৃদয়মধ্যে যে আকাশ স্থান রহিয়াছে; যাহা হইতে ওঁকারনাদ সমুত্থিত হইয়া, সর্ব্বশরীরকে মুখরিত করিয়া, গম্ভীর শব্দে অভ্যন্তরে সতত নিনাদিত হইতেছে; সেই ওঁকার হইতে সমুত্থিত যে নাদ, তাহাই অনাহত শব্দ এবং তাহাই ধ্বনিশব্দবাচ্য। সেই ধ্বনীর অভ্যন্তরে জ্যোতির অবস্থান;— "ন তত্র সূর্য্য ভাতি ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।" সেখানে, এই জ্যোতির জ্যোতিঃ,—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি,—আলোকের পবিত্র-রশ্মি,—আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্য-প্রাণ, করুণানিদান, জ্যোতিষ্ক-জীবনসূর্য্য,— বা প্রসন্ন-স্নিগ্ধ, প্রাণ-প্রীণন, নয়ন-মনোরঞ্জন, উজ্জ্বল-সম্মোহন চন্দ্র,— বা অসীম নীলাম্বরে হীরকখণ্ড প্রদীপ্ত গগন গহনা জ্যোতির্ব্বিন্দু তারকানিকর,—অথবা সজলজলদমালা-মধ্যগতা চারু-হাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-পদার্থ সকল সে জ্যোতিঃকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই সকল জ্যোতিষ্ক-পদার্থ সে জ্যোতির নিকট নিতান্ত হীনপ্রভ বা নিষ্প্রভ হইয়া অবস্থান করে। যখন এই সকল জ্যোতিষ্ক-পদার্থ তথায় নিষ্প্রভ হয়, তখন আর সামান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৌমাগ্নি প্রভৃতি অগ্নির জ্যোতির বিষয় আর কি কহিব? মোটের উপর জানিয়া রাখ,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সেই জ্যোতির্ম্ময়ের কণামাত্র বিন্দুমাত্র জ্যোতিঃতে এই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, অনন্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত অনন্ত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তমোময় হৃদয়-কন্দরের অভ্যন্তরে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভার মধ্যে, একটি দশাঙ্গুলি পরিমিত পদ্মনাল অর্থাৎ পদ্মমূল সদৃশ নাড়ী বিরাজমান; উহা অতি কোমল, নিম্নপত্রবিশিষ্ট এবং অধোমুখে অবস্থিত। উহা দেখিতে কদলী পুষ্পের ন্যায় মনোরম;—উহা সুনির্ম্মল ও নয়ন-মনোরঞ্জন চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল ও অতি রমণীয়। উহারই অভ্যন্তরে জীবের হৃদয়-কমল অবস্থিত;—ঐ হৃদয়-পদ্ম অষ্টদল-বিশিষ্ট,—উহার কেশর সকল দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যায় বিভক্ত এবং পত্র দ্বাদশ সংখ্যায় অভিব্যক্ত। ঐ দ্বাদশ পত্র ও দ্বাত্রিংশৎ কেশরযুক্ত অষ্টদল-বিশিষ্ট পদ্মের মধ্যে ভানুর আবির্ভাব; তন্মধ্যে সূর্য্যের সমুদয়; তদভ্যন্তরে চন্দ্রের আবির্ভাব; উহার অন্তরে বহ্নি এবং তন্মধ্যে সুন্দর প্রভা জাজ্বল্যমান। ঐ চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ প্রভার অভ্যন্তরে নানা রত্ন সমাকীর্ণ সুচারু পীঠ বিদ্যমান;—উহা দেখিতে সূর্য্যের কনক-রশ্মি বা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ-মনোরম;—উহাতেই—"মণি নির্ম্মিত পঙ্কজ মধ্যগতম্" শ্রীমন্নারায়ণ বিরাজমান। অর্থাৎ, হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকের অভ্যন্তরে যে অষ্টদল-বিশিষ্ট সুমনোহর পঙ্কজ বিদ্যমান আছে;—উহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশরগুলির মধ্যভাগ রক্তবর্ণ এবং মনোরম কর্ণিকায় সুশোভিত; উহার আকার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধ্যান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ, ঐ স্থানকেই প্রধান পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আলয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও ঐ স্থানেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্ময় ঈশ্বরের ধ্যান করেন। অতএব,—"হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে স্থিরদীপনিভাকৃতিম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্র-মচলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্ ॥" ঐ যে, স্তূপীকৃত সজ্জীভূত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে, তমোময় হৃদয়-কন্দরে, অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃৎপদ্মের রক্তিম-স্তবকে, সজল জলদমালা-মধ্যগতা চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার দীপ্তিমতী স্ফূর্ত্তির মত সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় সূক্ষ্ম-স্বরূপ অদ্বিতীয় চিন্ময় ঈশ্বর, প্রণবাভ্যন্তরে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অতি সূক্ষ্মরূপে দীপ্তি পাইতেছেন, তাঁহাতে চিত্ত নিরত করতঃ চিন্ময় ঈশ্বরকে মনোময় করিয়া, নিরন্তর তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হও। কিন্তু, চিত্ত অতিশয় চঞ্চল; সহজে ইহা একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এবং নিশ্চলও হয় না; সুতরাং সে অবলম্বন চায়। অতএব, চিত্তকে অবলম্বন দিতে হইবে; নচেৎ, স্থির থাকিতে সমর্থ হয় না। চিন্ময় ঈশ্বর যেমন—"অণোরয়ণীয়ান্" অণু হইতে অণুতর পরমাণুস্বরূপ; তেমনি আবার, তিনি—"মহতো মহীয়ান্" বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ও মহান্ হইতে মহত্তম; সুতরাং, তিনি উচ্চতায় হিমাদ্রি শেখর ও বিশালতায় প্রশান্ত মহাসাগর এবং ক্ষুদ্রতায় তিনি দৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগোচর—পরমাণু-কণা-স্বরূপে অবস্থিত। অতএব, অনন্তকে সুচারু কর-চরণ-বিশিষ্ট করিয়া, সাকার সান্ত করিতে হইবে; নতুবা উপায়ান্তর নাই। ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন,—"আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ" ব্রহ্মের রূপকল্পনা কেবলমাত্র উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের রূপকল্পনাকে কেবলমাত্র উপাসনার সিদ্ধির নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রও সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ। তত্র তন্নিশ্চলীভূতে সূক্ষ্মেঽপি স্থিরতাং ব্রজেৎ॥" চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ স্থূল মূর্ত্তি চিন্তন শিক্ষা করিতে হয়; স্থূল মূর্ত্তিতে চিত্ত সম্যক্ স্থির হইলে, তদনন্তর সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে আপনা হইতে স্থির হয়। অতএব, "সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্" সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণারবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, বদনারবিন্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তন করিবে; যে পর্য্যন্ত না মন আপনা হইতে শান্ত ও স্থির হয়, অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ এইরূপ সমগ্র-অঙ্গ-বিশিষ্ট ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। এই প্রকারে যখন দেখিবে,—ভগবানের সকল অবয়বে সম্যক্ প্রকারে চিত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে; তখন এক এক অঙ্গে যোগ করিয়া দিবে। আবার, সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তন করিবে; চিন্তন করিতে করিতে, যখন দেখিবে,—"চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দম্" তখন পদারবিন্দ ছাড়িয়া, তাঁহার শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালা-বিভূষিত সুচারু বক্ষস্থল; পীতাম্বর শোভিত কটিদেশ; —কেয়ূরাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-শোভিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুচারু বাহু প্রভৃতির চিন্তন করিতে করিতে যখন দেখিবে,—"চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্" তখন উজ্জ্বল-সম্মোহন কিরীটাদি-শোভিত তাঁহার উত্তমাঙ্গের ধ্যান করিবে; অতঃপর তাঁহার শারদ-পূর্ণিমা-বিনিন্দিত সরস-মধুর হাস্যমণ্ডিত আবেগ-মধুর আদর-স্ফুরিত পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর সুচারু বদনারবিন্দ ধ্যান করিবে। ভগবানের সুচারু বদনারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে, যখন দেখিবে,—"চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দম্" অমনি বদনারবিন্দ ছাড়িয়া, ফুল্লারবিন্দদল-বিনিন্দিত নীলদ্যুতি সমপ্রভ আয়ত-গভীর আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল সুচারু নয়নারবিন্দ ধ্যান করিবে। অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে নয়নারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে, যখন দেখিবে,—"চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্" তখন ভগবানের সর্ব্বাবয়ব দৃষ্টিগোচর হয়। সঙ্গে সঙ্গেই স্থূলমূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। তখনি চিত্তও স্থূল হইতে ঘুরিয়া আসিয়া, সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে আসক্ত হইয়া পড়ে। মাতেশ্বরী শ্রুতি, শ্রুতি-মধুর স্বরে কহিয়াছেন :—

"নীহারধূমার্কানলানিলানাং,
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি,
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ॥

সতত ধ্যানযোগাসক্ত যোগী, স্থূল মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে, যখন চিত্তকে স্থূল মূর্ত্তিতে নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় স্থির করিতে সমর্থ হন; তখন তাঁহার হৃদয়-কমলের অভ্যন্তরে নানাবিধ সূক্ষ্মমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; মনশ্চক্ষু দ্বারা তিনি তাহা দেখিতে পান। তিনি দেখিতে পান;—প্রথমতঃ স্তূপীকৃত সজ্জীভূত একত্রিত ধূম্ররাশি;—ক্রমে ধূম্ররাশি জমাট বাঁধিয়া যেন ধূমায়িত পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ, একত্রিত গাঢ় ধূম্র-রাশির ন্যায় ধুসর বর্ণ অনুভূতি হইয়া থাকে। তদনন্তর যেন পূর্ব্বদৃষ্ট ধূম্ররাশি অপসৃত হইয়া, নির্ধুম অঙ্গারের ন্যায় লোহিতাভ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। তদনন্তর লোহিতাভ বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া, ঘণী ভূত তুষার রাশির ন্যায় শুভ্রবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহা অপসৃত হইয়া, স্বচ্ছ নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। তদনন্তর ক্ষীণ-জ্যোতিঃ জ্যোতিরিঙ্গ খদ্যোতের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্ব্বিন্দু দেখিতে পান। অনন্তর সজলজলদমালা-মধ্যগত চারুহাসিনী সৌদামিণীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুম্মালার দীপ্তিমতী স্ফূর্ত্তির মত ক্ষীণ-জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। অনন্তর সেই জ্যোতিঃ যেন স্থির হইয়া, শারদ-পৌর্ণিমার প্রসন্ন -স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন জ্যোৎস্না হাসিরাশি বিকশিত নয়ন-মনোরঞ্জন চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর, —জ্যোতির জ্যোতিঃ, —উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি, —আলোকের পবিত্র-রশ্মি,—আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান, জ্যোতিষ্কজীবন সূর্য্যের তীব্র প্রভার ন্যায় শুভ্র জ্যোতিঃ গোচরীভূত হইয়া থাকে। যদি বল, অনেকেই ত ঈশ্বরের ধ্যান করেন; কিন্তু, কাহারাও মুখে শুনা যায় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, ঈশ্বরের রূপ এরূপ জ্যোতিঃ বিশিষ্ট। সুতরাং, অরূপ ঈশ্বরের এরূপ রূপ, কিরূপে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে? "স্বশরীরে স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপং সর্ব্বসাক্ষিণম্। ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াবৃতা॥" যাঁহাদের হৃদয়ে কামক্রোধাদি দোষসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই অরূপ ঈশ্বরের এরূপ অপরূপ রূপ ও অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকেন; অন্যে নহে! কামনা-বিজড়িত পাপ-পঙ্কে পঙ্কিলচিত্ত, বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, শত মায়াপাশে আবদ্ধ অবিদ্যান্ধ সংসারাসক্ত জীব কদাপি জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ দর্শনে সমর্থ হয় না। সুতরাং, স্বশরীরে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দর্শন, দুর্ভাগার দুরদৃষ্ট সাপেক্ষ; কেন না, তাহাতে অনেক ধ্যান-ধারনা জ্ঞান-গরিমার আবশ্যক। তেমন পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিতে না পারিলে,—বা কঠিন কঠোর-রূপে আত্মলীন হইতে না পারিলে,—বা পূর্ণ পবিত্র আত্মজ্ঞান না জন্মিলে,—অথবা সংসারের প্রতি বৈরাগ্য, ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বা প্রেম-ভক্তি না হইলে, স্বয়ং জ্যোতিঃ ঈশ্বর-সন্নিকর্ষ সুদুর্ল্লভ। অতএব,—"সর্ব্বগং সচ্চিদানন্দং জ্ঞান-চক্ষুর্নিরীক্ষতে। অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ॥" দিব্যচক্ষু ব্যতীত স্বয়ং জ্যোতিঃ ঈশ্বরের বিমল জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারা যায় না। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলে হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্য প্রভাবে সংসারের প্রতি আসক্তি তিরোহিত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মে ও ঈশ্বরে চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়ে,—তখন হৃদয়ে প্রেমার্বিভাব হয়, প্রেমোদয় হইলে, দিব্যচক্ষুর উন্মেষ হইয়া থাকে; দিব্যচক্ষু দ্বারাই ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিঃ দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায়; অন্যথা নহে। কেন না, অস্থি-মাংস-মেদ—মজ্জা-শোণিত তজ্জলপিণ্ড চর্ম্ম চক্ষুতে—এই বিষয় পঙ্কে পঙ্কিল পাপকর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পাপকালিমামণ্ডিত পাপনয়নে কি জগজ্জ্যোতির দিব্যদ্যুতি—সে তেজোময় দীপ্তি সহ্য হইতে পারে? অন্ধকার-প্রিয় ক্ষুদ্র নিশাচর উলুকের ক্ষুদ্র নয়নে, জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর, জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি,—আলোকের পবিত্র-রশ্মি, —জ্যোতিষ্ক জীবন সূর্য্যের প্রখর রশ্মি—তীব্র জ্যোতিঃ সহ্য হইতে পারে কি? কিন্তু, যাঁহারা অভিমান মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক মহাত্মারা দিব্যচক্ষু দ্বারা স্বকীয় -হৃদয়কমলের রক্তিম-স্তবকে—"দীপজ্বালেন্দু খদ্যোত বিদ্যুন্নক্ষত্র ভাস্বরাঃ। দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মরূপেন সদা যুক্তস্য যোগিনঃ॥" এতাদৃশ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকেন;—ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কেন না, তাঁহাদের নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ে ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেম সতত বিরাজমান; সুতরাং, —"হরিরপি নিজলোকং সত্বরং সংবিহায়, প্রবিশতি হৃদিতেষাং প্রেমসূত্রাপিনদ্ধঃ।" সেই যোগিধ্যেয় জগজ্জীবন বিশ্বপাবন জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর, নিজলোক পরিত্যাগ করিয়া, তথাবিধ মহাত্মার প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়-কন্দরে—নির্ম্মল হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিরাজ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কবি; দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রণ্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু—
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ২

'যেমন ভোক্তা ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই সুখ, উদর পূরণ ও ক্ষুন্নি-বৃত্তি হয়; তেমনি তদ্গত-চিত্ত তন্ময় ভক্তের,—ভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপ-স্ফুরণ এবং অন্যত্র বিরাগ,—এই তিনটি এককালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।' কেন না,—"রসো বৈ সঃ"। তিনি যে রসময় রস-সাগর। সতত ধ্যানপরায়ণ ঈশ্বর ভক্ত অপার রস-সাগর রসময় ঈশ্বরে অহর্নিশ ডুবিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং,—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি" রসময়ের রসাস্বাদন করিয়া, রসময়ের পদারবিন্দ মকরন্দ পানানন্দে বিহ্বল হইয়া, জাতপ্রেম ও শ্লথহৃদয় হইয়া, ভক্তি-গদগদকণ্ঠে কহিয়াছেন;—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

কৃষ্ণকর্ণামৃত।

'অহো! রসসাগর রসময় পরম বিভু পরমেশ্বরের রসময় দিব্য কলেবর মধুর! —অতি মধুর! দিব্য বপু যেন মধুরতায় পরি-পূর্ণ!—রসময় বিভুর পরম-সমুজ্জ্বল, সজীব-সুন্দর চির-মধুর দিব্যাঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে যেন—"মধুবাতা ঋতায়তে" সুগন্ধি-সৌরভ চির-মধুর বসন্ত -সমীর নিরন্তর মৃদু-মন্দ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে ;—মধুর! অতি মধুর! বিভুর চির-মধুর চরণারবিন্দ, বদনারবিন্দ ও নয়নারবিন্দ কি সুন্দর! অতি মনোহর! অতি মধুর! —এমন কি, বিভুর আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল সরস-মধুর মৃদু-মন্দ হাসিটুকুও মধুর! অতি মধুর! বিভুর—"অধরং মধুরম্" বিভুর—"বদনং মধুরম্"; বিভুর—"নয়নং মধুরম্"; বিভুর—"হসিতং মধুরম্"; বিভুর—"হৃদয়ং মধুরম্"; বিভুর—"বচনং মধুরম্"; বিভুর—"গমনং মধুরম্"; বিভুর—"বসনং মধুরম্" বিভুর—"অলকং মধুরম্"; বিভুর—"তিলকং মধুরম্"; বিভুর—"রূপং মধুরম্"; বিভুর—"চরিতম মধুরম্", বিভূর—"নাম মধুরম্"; বিভূর—"ধাম মধুরম্"; অধিক কি, বিভুর—"সকলং মধুরম্, সকলং মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর-পূজন।

প্রথাহ্নিক।

ঈশ্বর কে ? ঈশ্বরের স্বরূপ কি ও পূজন কি ?

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে,
সতুদ্ভব স্থান নিরোধ লীলয়া।
গৃহীত শক্তি ত্রিতয়ায় দেহিনা—
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্য বর্ত্মনে॥

যে পুরুষ ক্রীড়াচ্ছলে এই জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভবের কারণ-ভূত রজঃ-আদি শক্তিত্রয় ধারণ করিয়াছিলেন ;—যঁাহার মহিমার ইয়ত্তা নাই;—যিনি সকলের উৎকৃষ্ট ;—যিনি জীবের অন্তর্যামীএবং যঁাহার পন্থা অতি দুর্জ্জেয় ; আমি সেই সর্ব্বজীবের হৃদয়গুহাশায়ী পরম পুরুষ অনাময় ঈশ্বরকে নমস্কার করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, যিনি জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ; সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরম পুরুষকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করিলে, জীব মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। সুতরাং যাঁহাকে পূজা করিয়া, এই সার্দ্ধত্রিহস্ত কারাগার মায়ার গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইব, তাঁহার স্বরূপ কি? ঈশ্বর কে? এবং জীব কে ও ঈশ্বর পূজনই বা কি?

ভূতানি যস্মাৎ প্রভবন্তি সর্ব্বে,
যেনৈব জীবন্তি চরাচরাণি।
জাতানি যস্মিন্ বিলয়ং প্রয়ান্তি,
তদ্‌ব্রহ্ম বিদ্ধীতি বদন্তি সর্ব্বে॥

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। ১২

যাঁহা হইতে ভূরাদি-সত্যান্ত অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড ও মর-অমর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর তেত্রিশকোটী দেবতা এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্তকোটী জীব সমুদ্ভূত হইয়াছে;—যাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব স্থিত হইয়া, জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে চরাচর বিশ্ব লয় পাইবে; সেই চরাচর-বিশ্বের আদি-কারণ ও লয়-স্থান মহা-চৈতন্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হও; —হিন্দুর জ্ঞান-গবেষণা-পরি-মার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি আত্মজ্ঞানপরায়ণ শাস্ত্রপারগ ত্রিকালদর্শী মুনি, ঋষি ও তপস্বীরা সকলেই, হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, উপনিষদে, —হিন্দুর পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতায় সমস্বরে এই কথা বলিয়া থাকেন।

চৈতন্যে বিমলে পূর্ণে কস্মিন্ দেশেঽণুমাত্রম্।
অজ্ঞানমুদিতং সত্তাং চৈতন্যস্ফূর্ত্তিমাশ্রিতম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদজ্ঞানং পরিণতং স্বস্যৈব শক্তিভেদতঃ।
মায়ারূপা ভবেদেকা চাবিদ্যারূপিণীতরা॥

শান্তিগীতা। ৭

সেই অদ্বিতীয় নিরঞ্জন, পূর্ণব্রহ্ম বিমল মহাচৈতন্যের কোন একদেশে, চৈতন্যের সত্তা-স্ফূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া, অনুমাত্র অজ্ঞান উদিত হয়; সেই অজ্ঞান স্বীয় গুণ ও শক্তিভেদে পরিণত হইয়া, দুই ভাগে বিভক্ত হইল; তন্মধ্যে, একের নাম 'মায়া' ও দ্বিতীয়ের নাম 'অবিদ্যা'। অর্থাৎ—"তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ" সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য শক্তিই 'মায়া' নামে অভিহিতা; এই ব্রহ্মশক্তি মায়া জড়া। ইনি জড়াত্মিকা হইলেও, ইঁহার অসীম ক্ষমতা, অব্যক্ত ভাব, আশ্চর্য্য কার্য্য ও অপার লীলা। এমন কি, এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী লীলাময়ী মায়া, যাহা না হইবার, তাহা তিনিই অবলীলাক্রমে ভ্রূভঙ্গীতেই সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। তিনি লীলাক্রমে, এই বিরাটবপু বিশাল অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত হইয়া, প্রকাণ্ডরূপে দৃশ্যমান হইতেছেন। আর,—"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" এই অনিত্য অসার জড়পিণ্ড পার্থিব সংসারে—অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থের উপর, যথাক্রমে—নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা অর্থাৎ,—'আমি ও আমার' ইত্যাকার জ্ঞান যিনি জন্মাইয়া থাকেন, তিনিই অবিদ্যা। অর্থাৎ 'অহং মমাকার' জ্ঞানের নামই অবিদ্যা। অর্থাৎ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানং গুণভেদেন শক্তিভেদেন বৈ পুনঃ।
মায়াঽবিদ্যা ভবেদেকো চিদাভাসেন দীপিতা॥
মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতি চ পৃথগ্বিধৌ।
মায়াভাসো ভবেদীশোঽবিদ্যোপাধিশ্চ জীবকঃ॥
চিদধ্যাসাচ্চিদাভাসৌ ভাসিতৌ চেতনাকৃতী।
মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যঞ্চাভাসাধ্যাস যোগতঃ॥
ঈশঃ কর্ত্তা ব্রহ্ম সাক্ষী মায়োপহিত সত্ত্বয়া।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্॥

শান্তিগীতা। ২

সেই আত্মগত অজ্ঞান, গুণ ও শক্তিভেদে চিদাভাস দ্বারা অবভাসিত হইয়া, মায়া এবং অবিদ্যারূপে দুইভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ মহা-চৈতন্য-স্বরূপ আত্মায় প্রতিবিম্বিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-স্বরূপ সেই অজ্ঞান, যাহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলা যায়, তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। রজস্তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত মলিন সত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞান অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। সেই মায়া চৈতন্যের প্রতিবিম্ব-সংযুক্ত হইয়া, জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপকে পৃথকরূপে কল্পনা করে। শুদ্ধ স্বত্ব-প্রধান মায়া-প্রতি-বিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর নামে কথিত হন এবং মলিন সত্ত্ব-প্রধান অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি জীব-উপাধি হন। মায়া এবং অবিদ্যাগত যে চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহা চৈতন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

অধ্যাসবশতঃ চৈতন্যের ন্যায় অবভাসিত হয়। শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ-প্রধান মায়া ও তদবছিন্ন চৈতন্য এবং তদ্‌গত প্রতিবিম্ব চৈতন্য মিলিত হইয়া, অধ্যাসযোগে কর্ত্তৃত্বাদি গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বররূপে উক্ত হয়েন। আর, মায়া-উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ মায়ার আধার-রূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি সাক্ষী, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সকলের অধিষ্ঠান, অব্যয় ব্রহ্ম। সুতরাং, মায়া বলিয়া আর অন্য কিছু নাই ;—"তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড় সামান্যাৎ" সেই অদ্বিতীয় নিরঞ্জন পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য শক্তিই মায়া নামে অভিহিতা। পরব্রহ্ম চেতন ; তাঁহার শক্তি কিন্তু, জড়া ; পরন্তু, মায়াও ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত। সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াই, এই অনাদি অনন্ত বিশ্বাকারে পরিণত হইয়া, অনন্তরূপে দৃশ্যমান হইতেছেন। অর্থাৎ,—

বিক্ষেপাবরণাশক্তির্দুরন্তাহসুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃ সত্ত্ব তমোগুণা॥
সা মায়াবরণাশক্ত্যাবৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপ স্বভাবতঃ॥

শিবসংহিতা।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিনটি গুণ। এই ত্রিগুণে সমন্বিতা, মহাবলবতী ও মহা অদ্ভুতা, সেই মায়া, ব্রহ্মের শক্তি বিশেষ সেই মায়া অনাদি ; কারণ, তাহার উৎপত্তি নাই, এই হেতু স্বাভাবিকা বলিয়া কথিত হয়। জগৎ কার্য্য দ্বারা পরমাত্মা-শক্তি মায়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূতা হয়। স্বীয় আশ্রয় বা কার্য্যে শক্তি স্থায়িত্ব দেখা যায় না। যেমন অগ্নির আশ্রয় অঙ্গার ও কার্য্য স্ফোটকাদি হইতে তাহার দাহিকা শক্তি পৃথকরূপ অনুভূত হয়, সেইরূপ স্বীয় আশ্রয় ব্রহ্ম ও কার্য্য-জগৎ হইতে ব্রহ্মশক্তি মায়া পৃথক হয়। পরমাত্মাশক্তি মায়া, যাহা জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, নাম-রূপে পরিণত হইয়া, তাহাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। নাম-রূপাত্মক জগৎ অসত্য, কেবল সদ্বস্তু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া, সত্য বস্তুর মত অবভাসিত হয়। পরব্রহ্মের আশ্রিত সেই মায়া, তাঁহার আভাকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে বিষয় করে, অর্থাৎ অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে অচেতন জড়ভাবে প্রতীতি করায় এবং তাঁহাতে কোন অন্যথাভাব না ঘটাইয়া, তাঁহারই আভাসে আভাসবৎ হইয়া, ঈশ্বর ও জীবরূপ কল্পনা করে। মায়ার এই চমৎকারিতা-গুণ আছে বলিয়া, তিনি 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' বলিয়া কথিত হন; "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বিচার দ্বারা "তৎ" পদবাচ্য ঈশ্বরের ও "ত্বম" পদবাচ্য জীবের ভাব অবগত হইলে, অর্থাৎ বাচ্যাংশ মায়াকার্য্য মিথ্যা ও লক্ষ্যাংশ উভয়ের অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় এক এবং অভেদভাবে জ্ঞাত হইলে, মায়ার চমৎকারিতা আর থাকেনা; অবস্তু মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং, তাহার নাশ হইয়া যায়। সেইজন্য মায়া অনাদিভাবে বিশ্বব্যাপিনী হইলেও, জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হয় বলিয়া, তাহাকে অসতী বলা হয়। আর, মায়াতে নানা প্রকার ভাব উদয় হয় বলিয়া, তাহাকে 'ভাবময়ী' বলা হয়। অজ্ঞান অবস্থায় মোহকে জন্মায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া, তাহাকে 'মোহিনী' বলা যায়। মায়াতে বিক্ষেপ আবরণ নামক দুইটি শক্তি আছে। তন্মধ্যে, তমোগুণ-প্রধানা আবরণ শক্তি ও রজোগুণপ্রধানা বিক্ষেপশক্তি। আবার, সেই মোহিনী মায়া যখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণ–প্রধানা বিদ্যারূপা, তখন মোহকে নাশ করিয়া, জীবকে স্বরূপাবস্থিত করে। তমোগুণ–প্রধানা আবরণশক্তিবিশিষ্ট মায়াই 'অবিদ্যা' নামে বিখ্যাত হয়। নতুবা, মায়া ও অবিদ্যাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; সমষ্টি ও ব্যষ্টিই কেবল তাহাদিগের ভেদ-মাত্র। সত্ত্বগুণ-প্রধানা মায়া স্বাধিষ্ঠান চৈতন্যের আভাসবিশিষ্ট হইয়া, সুষুপ্তিকালীন অনুভূত এবং অদ্বৈত আনন্দময় সমস্ত জগতের বাসনা সূক্ষ্মভাবে তাহাতে অবস্থিত, এইজন্য প্রজ্ঞান-সমষ্টি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, জগদ্‌যোনি, শ্রুতি প্রতিপাদিত 'ঈশ্বর' শব্দে কথিত হয়েন। আর, তমোগুণপ্রধানা মায়া অর্থাৎ অবিদ্যা, স্বাধিষ্ঠান-চৈতন্যের আভাস-বিশিষ্ট হইয়া, আবরণ-শক্তির প্রভাবে স্বরূপের অনভিজ্ঞা বশতঃ স্বল্পজ্ঞ, স্বল্পশক্তিমান, দীনভাবাপন্ন, ব্যষ্টিবিজ্ঞানময় 'জীব' শব্দে কথিত হয়। মহচ্চৈতন্যই সেই মায়ার একমাত্র আশ্রয়, মহচ্চৈতন্যেই সেই মায়া ভাসিত হইয়া থাকে এবং সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্তাকে গ্রহণ করিয়া, আবরণশক্তির প্রভাবে তাঁহার চিৎস্বভাবকে আবরণ করে ও বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে তাঁহাকেই রজ্জু-সর্পের ন্যায়, জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত করে। মোটের উপর,— সত্ত্ব রজস্তমোময়ী মায়া, ত্রিগুণে গুণান্বিতা হইয়াই, 'মায়া' নামে অভিহিতা হইয়াছেন ;—এই ত্রিগুণময়ী মায়া, স্বরূপতঃ জড়রূপা, দুঃখরূপিণী ও দুরন্তা। এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়ারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আবার দুইটী সহচরী শক্তি আছে ;—একটী 'বিক্ষেপ শক্তি' ও অপরটি 'আবরণ শক্তি'। তন্মধ্যে, যে শক্তি সত্য-স্বরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মে জগৎ আভাসিত করিতেছে, তাহার নাম 'বিক্ষেপ শক্তি'; আর, যে শক্তি সত্য-স্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া রাখে, তাহাকে 'আবরণ শক্তি' বলে। এই ত্রিগুণময়ী অজ্ঞানরূপিনী মায়া, আবরণ শক্তি দ্বারা নিষ্কল-নির্ব্বিকার, নিত্য-নিরঞ্জন, সত্য-সনাতন, চিন্ময়, মহচ্চৈতন্য পূর্ণ-ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া, বিক্ষেপ-শক্তি প্রভাবে নির্দ্দোষ-নিষ্কল পূর্ণব্রহ্মকে জগদাকারে দেখাইতেছেন।

অজ্ঞানভেদতস্তদ্বন্মায়য়া ভেদতস্তথা।
জীবেশ্বর বিভাগশ্চ কল্পিতো মায়য়ৈব তু ॥
ঘটাকাশমহাকাশ বিভাগঃ কল্পিতো যথা।
তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ॥
যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়য়ৈব ন চ স্বতঃ।
তথেশ্বর বহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাত বাসনা চেদভেদিতা।
অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুনান্যঃ প্রকীৰ্ত্তিত ॥

দেবী ভাগবত।

যেমন মায়া দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ হইয়া থাকে, তেমন মায়া দ্বারাই আবার, ঈশ্বরের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—রাম, কৃষ্ণ, বামন,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ,—নৃসিংহ, পরশুরাম, বুদ্ধ,—কল্কি প্রভৃতি-রূপ 'বহুত্ব' এবং অবিদ্যা দ্বারা জীবের মানব-দানব, গন্ধর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-কিন্নর, যক্ষ-রাক্ষস, প্রেত-পিশাচ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমরাদি-রূপ 'বহুত্ব' সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশের বিভাগ কল্পিত হয়, সেই প্রকার জীব ও পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিভাগ হইয়া থাকে। যেমন অবিদ্যা দ্বারাই জীবের বহুত্ব কল্পিত হয়, বাস্তবিক নহে; তেমন মায়া দ্বারাই ঈশ্বরেরও ব্রহ্মাদিরূপ 'বহুত্ব' প্রতিপাদিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরের 'বহুত্ব' নাই। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি এবং বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত অবিদ্যাই জীব ভেদের কারণ; অন্য আর কিছু নহে এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বাসনা দ্বারা ভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বর-ভেদের কারণ; তদ্ব্যতীত অন্য নহে। মোটের উপর,—"ব্রহ্মৈব স্বশক্তিং প্রকৃত্যভিধেয়ামাশ্রিত্য লোকান্ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্যান্তর্যামীত্বেন ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়-নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ।" অদ্বিতীয় নিরঞ্জন সত্য-সনাতন, চিন্ময় ব্রহ্মই প্রকৃতি নামক নিজ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া, ভূরাদি লোকসকল সৃষ্টি করতঃ জগদ্রূপে এবং—"সৃষ্ট্বা স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্টশ্চতুর্ব্বিধ পুরমাত্মাংশকেন" উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ জীবাধার-রূপ পাঞ্চভৌতিক শরীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করায়, অর্থাৎ, "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত" সকল প্রাণীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ন্তা হওয়ায়, 'ঈশ্বর' বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন,—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্। সপূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।”

পাতঞ্জল দর্শন।

“ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাবতীয় আত্মা হইতে যিনি পৃথক বা স্বতন্ত্র ;— তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে ; অন্য আত্মায় তাহা নাই। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। অর্থাৎ, সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব বিদ্যমান।” আর,—“ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং নামরূপ দ্বারা স্থূলোঽহমিতি মিথ্যাধ্যাসবশাজ্জীবঃ।” যেমন মায়া বশতঃ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, তেমন অবিদ্যাবশতঃ জীবের জীবত্ব। সুতরাং. মায়াই জীব ও ঈশ্বর ভেদের কারণ ; মায়া নাশ হইলে, উভয়ে ঐক্যতা প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থা জীবের মুক্তি। সুতরাং,—“অংশাংশী ননূ ভেদঃ স্যাদ্‌ব্রহ্মবহ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ।” ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মায়ার নাশ হইলে, জীবের জীবত্ব নাশ হইয়া যায়, জীব আপন স্বরূপতা লাভ করে। যদি বল যে,—ব্রহ্মের শক্তি বিশেষের নাম ‘মায়া’ ; অতএব, সৎ ব্রহ্মের শক্তি যে মায়া, সেও ‘সৎ’ ; সুতরাং, সদ্বস্তুর নাশ কখনই হয় না। তবে সে কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে ? আর, যদি তাহাকে মিথ্যা বলা যায়, তাহা হইলেও, তাহার নাশ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বস্তু মিথ্যা, তাহার আবার নাশ কি? বিবিধ ভাববিশিষ্ট সেই মায়া অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার সেই অদ্ভুতকারিণী মায়া 'প্রকৃতি' শব্দে কথিত হয়। অর্থাৎ,—

প্রকৃতিবাচক: প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতি: সাপ্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি শব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্মাস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা।
প্রধানং সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রকৃতির অর্থ—প্রধান, জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ, তমঃ, মায়া, অজা, অজ্ঞান হেতু, কারণ, স্বভাব, পঞ্চভূত, শক্তি—ইত্যাদি। "প্র" এই উপসর্গপূর্ব্ব "কৃ" ধাতুর উত্তর "ক্তি" প্রত্যয় করিলে, 'প্রকৃতি' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে,—"প্র" শব্দের অর্থ—উৎকর্ষ, খ্যাতি, গতি, উপসর্গ, আরম্ভ, সর্ব্বতোভাব ও প্রকৃষ্ট ইত্যাদি; আর "কৃ" ধাতুর অর্থ—করা। সুতরাং 'প্র' শব্দে প্রকৃষ্ট এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থে 'সৃষ্টি' বুঝিতে হইবে। অতএব, যিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃষ্টা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা বা শ্রেষ্ঠা অথবা প্রশস্তা, তিনিই 'প্রকৃতি' বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু, শ্রুতিতে প্রকৃতির—'প্র' শব্দে 'প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ', ও 'কৃ' শব্দে 'রজোগুণ' এবং 'তি' শব্দে 'তমোগুণ',—এইরূপ কথিত হইয়াছে; তাহা হইলে বুঝিবে যে, যিনি সত্ত্বরজস্তমোময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণাত্মিকা ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্না এবং বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারে প্রধানা বা নিপূণা, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্না বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তিকে 'প্রকৃতি' বলা যায়। অথবা,—'প্র' শব্দের অর্থ— 'প্রথম,' এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থ 'সৃষ্টি'; সুতরাং, 'প্রথম সৃষ্টি',—এইরূপ অর্থও হয়। মোটের উপর, এই বুঝা যায় যে, যিনি এই ভুরাদি—সত্যলোকান্ত বিরাটবপু অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের সৃষ্টির আদিভূতা বা বিশ্বপ্রসবিনী অথবা অনন্ত কোটী জীবের একমাত্র জননী, তিনিই "প্রকৃতি"। অনাদি, অনির্দ্দেশ্য, অব্যয়, অনন্ত, অপ্রমেয়. অদ্বয়, অসীম, অপ্রতিম, অক্ষয়, চিৎস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, চিন্ময় ব্রহ্ম যেমন অনাদি, অসীম ও অনন্ত; তেমন তাঁহার শক্তিরও আদি নাই, সীমা নাই, অন্ত নাই; শক্তিও অপ্রতর্ক্যা, অনির্দ্দেশ্যা ও অনির্ব্বচনীয়া বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন। যেমন ব্রহ্ম—"একমেবাদ্বিতীয়ম্": তদ্রূপ, শক্তি একা হইলেও, আবার ত্রিবিধারূপে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টি-ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ,—

শক্তিঃ স্বাভাবিকী তস্য বিদ্যা বিশ্ববিলক্ষণা।
একানেকস্বরূপেণ ভাতি ভানোরিব প্রভা॥
অনন্তাঃ শক্তয়স্তস্যা ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াদয়ঃ।
মায়াদ্যাশ্চাভবন্ বহ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা যথা তথা॥

শিবপুরাণ। বায়বীয়। ৮

অনাদি, অনন্ত, অদ্বয়,—অপ্রতর্ক্য, অপ্রমেয়, অক্ষয়,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় ব্রহ্মের বিশ্বলক্ষণা স্বাভাবিকী বিদ্যা-রূপিনী শক্তি একা হইলেও, জ্যোতিশ্চক্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধীশ্বর,—জ্যোতির জ্যোতিঃ,—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি,—আলোর পবিত্র রশ্মি,—আলোক-ভগবান্ কারুণ্য-প্রাণ করুণা-নিদান,—জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য যেরূপ অনন্ত কোটি রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, অনন্ত জগতের ঊর্দ্ধে একদেশে জ্যোতিষ্ক-পথে অবস্থিত হইয়া, এই মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সর্ব্বত্র, উজ্জ্বল-সম্মোহন আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া, অনন্ত বৈচিত্রশালিনী সসাগরা বসুন্ধরাকে দ্রুতবিচ্ছুরিত রশ্মিজাল দ্বারা আলোকিত করিয়া থাকেন ; সেইরূপ, চিন্ময় বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্ময়ী বিদ্যারূপিনী শক্তি একা হইলেও, জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের আলোক-রশ্মি উজ্জ্বল সম্মোহন প্রভার ন্যায়, অনেক-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই অনির্ব্বাচ্যা অনাদি-বিদ্যা-শক্তির অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ—ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি এবং মায়া, প্রকৃতি ও অবিদ্যাদি-রূপে অনন্ত, অসংখ্য ও অগণ্য শক্তি বিদ্যমান আছেন। অনন্ত ব্রহ্মের অসংখ্য-শক্তি থাকা বিচিত্র নহে,— ইহা কোন প্রকার আশ্চর্য্যের কথা নহে। অপ্রমেয় চিন্ময় অদ্বয় ব্রহ্ম, অসংখ্য অনন্ত অনাদি শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়াই, তিনি 'শক্তিমান্' নাম ধারণ করিয়া, এই বিরাটবপু অনন্ত অখণ্ড বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—পৃথিবীর আসমুদ্র হিমালয়ের জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম চরাচরের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু বালুকণাটি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া, বিরাট-বৃহদ্রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি স্বকীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা—'ইহা এই প্রকার হইবে,—ইহা এই প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে না ;' ইত্যাদি-রূপে এই বিরাট্ বিশাল অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্যের নিয়ম-বিধান করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞান-শক্তি বুদ্ধিরূপা হইয়া, সেই মহতী ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য, কারণ ও প্রয়োজন সাধন করিতেছেন ; আর, তাঁহার সঙ্কল্পরূপিনী ক্রিয়াশক্তি, চিন্ময়ী জ্ঞান-শক্তির প্রভাবে ও মহতী ইচ্ছা-শক্তির বিভবে, অব্যবসায় অনুসারে ক্ষণমধ্যে অনন্ত বৈচিত্র, শোভন-সৌন্দর্য্য, অনন্ত জীব-সঙ্কুল, অসীম জগৎকে এবং জগৎ সৃষ্টির কার্য্যকে কল্পনা করিতেছেন। সুতরাং,—"পরমা যথা দেব এক এব ত্রিধা স্থিতঃ। প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ॥" চিন্ময়, অক্ষয়, অব্যয়, পরমাত্মা যেরূপ "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" হইয়াও, প্রয়োজনবশতঃ স্বেচ্ছায় জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত, মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিপালন নিমিত্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট-পুরুষ,—বিশ্বজীবন, বিশ্বভাবন, বিশ্বপাবন বিষ্ণুরূপে এবং সৃষ্টিসংহার নিমিত্ত সৃষ্টি-নাশক মহেশ্বররূপে, অথবা—ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব-রূপে ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন ; সেইরূপ, একা বিশ্বলক্ষণা বিদ্যারূপিনী ব্রহ্ম-শক্তিও প্রকৃতি, মায়া ও অবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থকে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিরূপে ব্যাপ্ত করিয়া, বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। অতএব,—

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭

এই অসীম সুষমাকর মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বর পাপবিদ্ধ নানা-জীব-সঙ্কুল ভূর্লোকাদি—প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য শোভন-সৌন্দর্য্যময় মুক্তাত্মা-সঙ্কুল সত্যলোকান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত বিরাট বিশাল অনন্ত বিস্তৃত অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে আকাশে, অবনী মণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম চরাচরে সর্ব্বত্র বিদ্যারূপিনী পরমা শক্তি ব্যাপ্ত হইয়া, ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং, বিশ্বের সমস্ত পদার্থই অনাদি, অনির্দ্দেশ্য, অব্যয়,—অনন্ত, অপ্রমেয়, অদ্বয়,—অসীম, অপ্রতিম, অক্ষয়,—চিদাত্মা, চিৎস্বরূপ, চিন্ময় পরব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শক্তি সমন্বিত। সেই অনাদি অনন্তা বিশ্বব্যাপ্তা পরমাশক্তি তিন প্রকার;—পরা, অপরা এবং তদন্যা তন্মধ্যে, পরা—বিষ্ণুশক্তি; অপরা ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি এবং তদন্যা—কর্ম্মশক্তি বা অবিদ্যা-শক্তি,—যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া, সর্ব্বব্যাপী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সংসারের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদি তাপ-সমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব,—"অবিদ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি গুণত্রিতয়ধর্ম্মিণীম্।" ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই অবিদ্যা বলিয়া জানিও; অর্থাৎ, যাহা যাহার স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম—'অবিদ্যা'। অর্থাৎ, যাহা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সত্য-স্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মে 'জীবত্ব' কল্পনা করিয়া দেয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকেই অবিদ্যা বলে। আর,—"প্রধানমাত্মসাৎ কৃত্বা সর্ব্বং তিষ্ঠেত্তূদাসিনী। বিদ্যা নাস্ত্যা তথাঽবিদ্যা শক্তির্ব্রহ্মাশ্রয়ত্বতঃ॥" যখন লীলাময়ী প্রকৃতি লীলাচ্ছলে, প্রলয়কালে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া, উদাসীনভাবে থাকেন, তখন তাঁহাকে 'প্রধান' বলে। এই প্রকৃতি বিদ্যা দ্বারা নাশ হয় বলিয়া, ইনিই 'অবিদ্যা' নামে বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মাশ্রয়ে স্থিতা;—এইজন্য ব্রহ্মশক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। চৈতন্য ব্যতিরেকে ইনি অন্যত্র উদিত হন না ও চৈতন্য ব্যতিরেকে অন্যত্র স্থিতিও করেন না;—এই নিমিত্ত, আত্মজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মবাদিগণ, ইহাকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ পরব্রহ্মের চিৎ ও জড়,—এই ভিন্ন ভিন্ন দুইটি শক্তি আছে। তন্মধ্যে, চিৎ-শক্তি তাঁহার স্বরূপ ও জড়শক্তি বিকারী—'মায়া'। অর্থাৎ,—

মা চ মোহার্থবচনো যা চ প্রাপণবাচকঃ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মায়া শব্দের অর্থ—মমতা, স্নেহ, কপটতা, ইন্দ্রজাল, ছদ্মবেশ, ভূমিকা, ভ্রান্তি, কৃপা, বুদ্ধি, লক্ষ্মী, অবিদ্যা, মাতা, পরিমাণ, বিকল্প, জ্ঞান, কান্তি, নিন্দা, নিষেধ প্রভৃতি আরও কত কি; কিন্তু, এক্ষেত্রে মায়া শব্দের অর্থ—'মা' মোহবাচক; আর,—'যা' শব্দের অর্থ প্রাপক; সুতরাং, যিনি নির্ব্বিকার অর্থাৎ বিকারবিহীণ চৈতন্য-স্বরূপ চিন্ময় সম্বিদ্ আত্মাকে মোহিত করতঃ সৃষ্টি-ব্যাপারে নিয়ত করিয়া,—'ঈশ্বরত্ব' প্রাপ্ত করাইয়াছেন; তিনিই 'মায়া' নামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আখ্যাত হন। মায়া হইতে সমস্ত জগৎ-কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া, তাঁহাকে কার্য্যপ্রসবিনী বলা যায়; আর, চিৎ-শক্তি নির্ব্বিকার। অগ্নির যে প্রকার দাহিকা ও প্রকাশিকা,—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি শক্তি আছে; কিন্তু, দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। দাহকার্য্যের পূর্ব্বে সে কি প্রকারে কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না, কেবল কার্য্য দ্বারা তাহার অনুমান করা হয় মাত্র। অগ্নি ভিন্ন সে অন্যত্র প্রকাশ পায় না। সুতরাং, তাহাকে অগ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং মণিমন্ত্রাদি দ্বারা ঐ দাহিকা-শক্তি রুদ্ধ হইলে, আর যখন প্রকাশ পায় না; তখন অগ্নিতে তাহার স্থিতি দেখা যায় না। অতএব, তাহাকে অগ্নি হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, ভিন্ন বা অভিন্ন ভাবে নির্ব্বাচন করা যায় না; —এইজন্য যদিও উহা অনির্ব্বচনীয়ভাবে কথিত হয়; তথাপি মণিমন্ত্রাদি-যোগে রুদ্ধ হইলে যখন তাহার অস্তিত্বের অভাব-জ্ঞান হয়, তখন তাহা অনল হইতে ভিন্ন, ইহা অবধারিত এবং কার্য্য-রূপ স্ফোটকেও উহা থাকে না; অতএব, আশ্রয়রূপ অনল ও কার্য্যরূপ স্ফোটক অর্থাৎ বিকাশ হইতে ঐ দাহিকা-শক্তি ভিন্ন বলিয়া, তাহাকে অসত্যভাবে নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মশক্তি মায়াও, এই প্রকার অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়া। সেই মায়া, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন, ইহা নির্ণয় করা যায় না। জগৎ-কার্য্যের পূর্ব্বে সে কি ভাবে, কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না; কেবল কার্য্যের দ্বারা অনুমান করা যায় মাত্র। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র উদয় হয় না; সুতরাং, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং নাম-রূপাত্মক মায়িক জগতের অধিষ্ঠান, নির্ব্বিকার, নিত্য-শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত মহাবাক্যের বিচার দ্বারা যথাবৎ অবগত হইলে, বিকারী মায়া আর, তাঁহাতে অবলোকিত হয় না;—এই হেতু, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পর-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্নভাবে নির্ব্বাচন করা যায় না বলিয়া উহা অনির্ব্বচনীয়ভাবে কথিত হয়; তথাপি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা নাম-রূপাত্মক জগতের অধিষ্ঠান, নির্ব্বিকার নিত্য-শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইলে, যখন তাঁহাতে মায়ার অস্তিত্বের অভাব জ্ঞান হয়, তখন তাহা পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবধারিত। স্বকার্য্য নাম-রূপাত্মক জগতে উহা থাকে না; কারণ, নাম কেবল বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত শব্দ এবং রূপ কেবল মনোবিকার মাত্র, তাহাতে মায়ার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। অতএব, আশ্রয়-পরব্রহ্ম ও কার্য্য-জগৎ হইতে মায়া ভিন্ন বলিয়া, তাহাকে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বলা যায়। যে প্রকার, অগ্নির প্রকাশ অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, অগ্নি হইতে প্রকাশ ভিন্ন হইলে, তাহা অগ্নি বলিয়াই গণ্য হয় না; সুতরাং, প্রকাশ অগ্নির-স্বরূপ; সেই প্রকার চিৎ-শক্তি পরব্রহ্মের স্বরূপ। অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়, পরমাত্মার মায়া জড়, বিকারী ও বিনাশশালী। মিথ্যাবস্তুর তত্ত্ব অবগত হইলেই, তাহার বিনাশ হয়, অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুতে মিথ্যা নিশ্চয় হইলেই, তাহার নাশ হয়। যে প্রকার ভ্রমাত্মক যে সর্পজ্ঞান হয়, তাহা অধিষ্ঠান রজ্জু-তত্ত্ব অবগত হইতে মিথ্যা বোধ হয়। ভ্রমকল্পিত পদার্থকে মিথ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিলেই, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব, রজ্জু্‌জ্ঞানে ভ্রমকল্পিত সর্পকে যে মিথ্যাজ্ঞান হয়, সেই তাহার নাশ। বাস্তবিক, রজ্জু-সর্প যখন কোন কালে নাই, তখন তাহার নাশ আর কি হইবে? পরব্রহ্মশক্তি মায়ারও নাশ সেইরূপ হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান, নিত্য, শুদ্ধ, নির্ব্বিকার, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ব অবগত হইলে, মায়া ও তৎকার্য্যসমূহ যে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেই তাহার বিনাশ। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবিদ্যান্ধ মূঢ়দিগের মোহকারিণী সেই মায়া তাহাদিগের বুদ্ধি-ভ্রংশ জন্মাইয়া, আবরণ-শক্তির প্রভাবে অধিষ্ঠান, নিত্য-শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-পরব্রহ্মের স্বরূপ গোপন করিয়া, বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে স্বয়ং রজ্জু-সর্পের ন্যায় সত্যরূপ জগদাকারে অবভাসিত হয়। বিচারশীল পুরুষ মহাবাক্যের বিচার দ্বারা অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ-রূপ পরব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইলে, রজ্জু্‌জ্ঞানে সর্প মিথ্যা নিশ্চয় হওয়ার ন্যায়, মায়া ও তৎকার্য্যসমূহ মিথ্যা নিশ্চয় হইলে, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যরূপিনী সেই মায়া, আপনার নাশে হর্ষদায়িনী হয়। যিনি বিশিষ্টরূপে মায়ার স্ব-ভাবকে জানিয়াছেন, মায়া আর তাঁহার সহবাস বাঞ্ছা করে না। ঘোর তমোগুণপ্রধানা সেই মায়া, যখন কেবল সত্তামাত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন তাহাকে মহামায়া বলে; সেই মোহিনীরূপা মহামায়া মহামোহকে উৎপাদন করে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব-কুল সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, আত্মবিস্মৃত হয় এবং দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ বিপর্য্যয়রূপ স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া—'আমার দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার কলত্র'—ইত্যাদি মায়িক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ সমূহের অধীন হইয়া, বিবশ হইয়া পড়ে ও অনুকূল বিষয়ে হর্ষ ও প্রতিকূল বিষয়ে শোকবিহ্বল হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি বহুবিধ দুঃসহ যন্ত্রনা ভোগ করে; শতকোটি জন্মেও মুক্তিরূপ পরমগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব, এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করা আশু কর্ত্তব্য; কেন না, যতদিন পর্য্যন্ত মায়াধীন জীব, মায়ার অধীন হইয়া, মায়া গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তাবৎ মায়াধীশ পরমেশ্বরের কৃপা–কণা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব, এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগ-রসিক ভক্তিনিষ্ঠ পরম ভাগবত ভক্ত শিরোমণি দেবর্ষি নারদ, হরিনামামৃতপানে সুমধুর বীণার তানে কহিয়াছেন;—"কস্তরতি কস্তরতি মায়াং? যঃ সঙ্গাং স্ত্যজতি যো মহানুভবং সেবতে যো নির্ম্মমো ভবতি। যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি যোগক্ষেমং ত্যজতি। যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতে কর্ম্মানি সন্ন্যসতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি। বেদানপি সন্ন্যসতি কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে। স তরতি স তরতি লাকান্তারয়তীতি॥"

নারদসূত্র। ষষ্ঠ অনুবাক।

এই মায়াময় নরাবাস ধরাধামে, এই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত মায়ার গণ্ডীতে আবদ্ধ, মায়াশৃঙ্খলে চিরাবদ্ধ জীবকুলের মধ্যে, কোন্ মায়াধীন মনুষ্য মায়াগণ্ডী ভেদ করিয়া, কুহকিনী মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়? কে রক্ষা পায়? —এই মায়াময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের পুত্র-পরিজন,—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, সহমিত্র প্রভৃতি মায়া-বেষ্টনী ভেদ করিয়া, আপন কায়ার মায়া, মায়াবিনী মমতাময়ী জায়ার মায়া, —এমন কি, যাহা হইতে মায়া জন্মে, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, মায়া-কানন-সংসার-কল্লোল কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে বসবাস করিয়া, আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ মায়া-মুক্ত সাধুপুরুষ, যিনি মায়ার গণ্ডী ভেদ করিয়া, অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-দুঃখাদি বিষম দ্বন্দজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, সংসারের মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সংসারের দুশ্ছেদ্য মায়া-রজ্জু ছিন্ন করিয়া, আধি-ব্যাধি শোক-তাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া, দীনতা হীনতা কাত--রতার ছায়া মণ্ডিত হইয়া, দাস্যভাবের সাধনা পথ বহিয়া, মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রনা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত মায়াধীশ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহতী ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পন করিয়া, অহর্নিশ ভগবানের পদারবিন্দ ধ্যানে মগ্ন হইয়া, চরণারবিন্দমকরন্দপানানন্দে মগ্ন আছেন; তাদৃশ মায়ামুক্ত সাধুপুরুষের সেবায় যে জন নিরত হইয়া সংসারের প্রতি নির্ম্মম হইতে পারে, সেই মায়ার হাত হইতে রক্ষা পায়, মায়ার করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পায়। কুহকিনী মায়ার হাত হইতে আর কে রক্ষা পায়? যিনি সংসারের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বসনায় জলাঞ্জলি দিয়া, বিষয়-ভোগ বাসনা পরিহার করিয়া, কাম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রোধাদি দোষ পরিশূন্য হইয়া, মায়াময় সংসার কল্লোল কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে, জন-সমাগম-শূন্য ঘোরারণ্যে বসবাস করিয়া, সতত ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকেন; তিনি রক্ষা পান। কিন্তু, তা বলিয়া, বনে বসিয়া, বিষয় চিন্তা করিলে রক্ষা পাইবে না। কেন না,

"বনেঽপি দোষা প্রভবন্তি রাগিনাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মনি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥"

বিষয়-বাসনা লইয়া বনে গেলেও দোষ ঘটে, অর্থাৎ যাহার মনে বিষয়-বাসনা বিদ্যমান, বনে গেলেও তাহার নিস্তার নাই। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ই বন্ধনের কারণ। যে ব্যক্তি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ, তাহার গৃহে থাকিয়াও, সম্যক্ তপস্যার ফল লাভ হয়। নিন্দিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি-শূন্য হইয়া, বিরাগী হইতে পারিলে, তাহার গৃহই তপোবন অর্থাৎ তাহার পক্ষে গৃহ ও তপোবন—উভই সমান। যাঁহারা মোহ পরিত্যাগ করিয়া বিচারবান্ হইতে পারেন, তাঁহারাই পুরুষোত্তম;—"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" সুতরাং, গৃহে থাকিয়া মোহ-শূন্য হইতে পারিলে,—"গৃহেঽপি মোক্ষঃপুরুষোত্তমানাম্" তাদৃশ ব্যক্তি গৃহে বসিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; কেন না, তাঁহারা আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যা শূন্য পুরুষোত্তম। নতুবা,—"বিচারহীনস্য বনেঽপি বন্ধনং,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবেদবশ্যং ভরতাদিবৎ যতঃ। গৃহেঽপি মুক্তো জনকাদিবদ্ভবেত্ততো বিচারৈকপরায়ণো ভবেৎ॥" যাহার মনে-বিষয় বাসনা বিদ্যমান, বিচারহীন হইয়া বিজন-বনে গেলেও, তাহার নানা দোষ ঘটে। অর্থাৎ, বিষয়ানুরাগী মানব, বিচারহীন হইয়া, বনে গিয়া বসবাস করিলেও, তাহার তথায় শত বন্ধনের কারণ উপস্থিত হয়। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—'জড় ভরত'। আর, বিচারবান্ হইয়া, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, অনাসক্তভাবে গৃহে থাকিলে, মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়; তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'রাজর্ষি জনক'। অতএব, সতত – "বিচারৈকপরায়ণো ভবেৎ।" এইরূপে বিচারবান্ হইয়া, যিনি নির্জ্জন স্থানে বাস করেন :—যিনি লৌকিক সমুদয় বন্ধন নির্ম্মূল করেন ;—যিনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কার্য্য-সমূহ হইতে আপনাকে পৃথক করিতে পারেন এবং যিনি যোগক্ষেম পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করেন ; যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভগবৎ-প্রীতিকর কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং নির্দ্বন্দ্ব হন অর্থাৎ সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, আধি-ব্যাধি—শোক-তাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া, সতত, ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হন, তাদৃশ তিতিক্ষু মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। মোটের উপর,—যিনি সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ, এমন কি— বেদশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়া ; অভিন্ন-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, নিরন্তর ভগবানের প্রতি গাঢ় অনুরাগ করিতে পারেন, তিনিই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পান,—তিনিই মায়ার করাল—কবল হইতে নিষ্কৃতি পান,—তিনিই এই সার্দ্ধত্রিহস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমিত দুর্ভেদ্য মায়া গণ্ডী ভেদ করিয়া, মায়ার কটাক্ষ হইতে উদ্ধার পান এবং মায়া-কবলিত মায়ার বশীভূত মায়াধীন লোক সকলকেও উদ্ধার করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্, অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

'হে সখা অর্জ্জুন! কুহকিনী মায়া নাম্নী আমার এক অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, ত্রিগুণময়ী দৈব-শক্তি আছে। তাহার শক্তি অসীম, তাহার ক্ষমতা অনন্ত; সেই মায়া-শক্তি, এই ত্রিভুবনকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে; তাহারই কুহকে পড়িয়া,—"পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তে ভূতং জগৎ" জীবকুল মোহময়ী প্রমাদ-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। সে অতীব দুস্তরনীয়া; তাহার কুহকময় হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার —বড়ই শক্ত কথা। অধিক কি, সদা যোগধ্যানে নিরত যোগী পুরুষকেও এই মায়া ভ্রূভঙ্গীমায় মোহিত করিয়া, অবলীলা ক্রমে যোগ সমাধি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে; এমন কি,—মহাজ্ঞানী পুরুষকেও মোহিত করে। পরন্তু, সেই কুহকিনী-মায়া অতি দুস্তরা হইলেও, যিনি এই অনিত্য অসার জড়পিণ্ড মায়াময় সংসারের যাবতীয় মায়িক বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মায়া মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, মায়াময় সংসারকল্লোল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে, একান্ত স্থানে বসিয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভান ছাড়িয়া, দম্ভাভিমানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দীনতা হীনতা কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, কাম-ক্রোধাদির অভিঘাত সহ্য করিয়া, ভক্তিগঙ্গা জলে হৃদয় বিধৌত করিয়া, দাস্যভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, মায়া মমতা, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, দেহ-গেহ, পুত্র-পরিজন, যাহা কিছু আমার মহতী ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, সর্ব্বতোভাবে আমার প্রপত্তি স্বীকার করিয়া, আমার একান্ত শরণাগত হইয়াছেন এবং অহর্নিশ ঐকান্তিকী ভক্তিযোগে আমাতে মনোযোগ করতঃ আমাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিয়াছেন; একমাত্র সেই মোহনির্ম্মুক্ত মদেকনিষ্ঠ সজ্জনই আমার প্রপত্তি স্বীকারের সহায়তায় দুর্ভেদ্য মায়া-বেষ্টনী ভেদকরতঃ দুশ্ছেদ্য মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কুহকিনী মায়ায় হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়; অন্যে নহে।' বাস্তবিক, একান্তভাবে ভগবৎ প্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ান্তর নাই। কেন না, মায়া অতীব দুস্তরা, তাহাকে অতিক্রম করা কথার কথা নহে; একান্ত ভাবে ভগবৎ প্রপত্তি স্বীকার করিতে পারিলে, তবেই এই দৈবী মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; নতুবা নহে। ভগবানের শরণাগত অবস্থাতেও এই কুহকিনী সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সহজে চাহে না; সমীপে আসিয়া, চতুর্দ্দিকে নিত্য নূতন মায়াজাল বিস্তার করে, চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত সজ্জীভূত কুহক-কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন করে; নিরন্তর সংসারের দিকে টানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, যাহা দূষিত, তাহাকে আরও দূষিত করে; যাহা পঙ্কিল, তাহাকে আরও কর্দ্দমাক্ত করে; যাহা অন্ধকার, তাহাকে আরও তমসাচ্ছন্ন করে; অজ্ঞানের ঘোর-ঘনঘটাচ্ছায়ায় জ্ঞানালোক নিষ্প্রভ করে। অতএব, মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অতীব দুষ্কর; তাহার মায়াজালে একবার নিপতিত হইলে, মহাজ্ঞানী হইলেও, একরূপে তাহার অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না; দেশ-কাল-নিমিত্তকে কোনরূপে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেও, এই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার! কত কুহক জাল বিস্তার করিয়া, কত নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, মায়া প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতে ধাবমান হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? মায়ার মূর্ত্তি অনেক—অসংখ্য—অগণ্য। এই মায়াময় সংসারের চতুর্দ্দিকেই মায়া, মায়াজাল বিস্তার করিয়া, মোহ কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দেহের মধ্যে মায়া আধি-ব্যাধি রূপ আক্রমণ করিয়া আছে; অন্তরের অন্তস্থলে মায়া ঈর্ষা-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য্যাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে; সংসারের চারিদিকে, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোমে মায়া অহি-নক্র-শ্বাপদাদি কত মূর্ত্তিই ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই মায়ার খেলা, মায়ার একাধিপত্য। এবম্বিধ পরিদৃশ্যমান্ নানা মূর্ত্তির উপর, তাহার আর এক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ভীষণ মূর্ত্তি আছে;—"তস্যা লোচনবাগুরানিপতিতো ন ত্বং পুনর্যাস্যাসি" একবার তাহার লীলায়ত লোচনবাগুরাতে নিপতিত হইলে, মায়ার পরপারে যাইবে, তোমার সাধ্য কি? সে মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কেহ নহে ;—

মায়া করণ্ডী নরকস্য হুণ্ডী,
তপো বিখণ্ড স্তুতকস্য ভণ্ডী।
নৃণাং বিখণ্ডী চির সেবিতা চেৎ
বৃথা গতং তস্য নরস্য জীবিতম্ ॥

সকল মূর্ত্তির পার আছে ; কিন্তু, এই "মায়াকরণ্ডী নরকস্য হুণ্ডী, তপো বিখণ্ডী স্তুতকস্য ভণ্ডী" মানবী-মায়ার ভীষণতা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। এই মানবী-মায়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ! অন্যান্য মায়ামূর্ত্তি, মানবী-মায়া হইতে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত মায়ামূর্ত্তির অনেকেরই উৎপত্তির মূলীভূত, এই মানবী-মায়া ; তোমার কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনার জন্য, ঐ দেখ, সে কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে! "কেশকজ্জলধারিণ্যো দুস্পর্শা লোচনপ্রিয়াঃ। দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরম্ ॥" তোমার ক্রোধের উদ্রেক কে করিতেছে ? হৃদয়ে ঈর্ষা-দ্বেষ-অহঙ্কার সঞ্চারের মূলেও কি তাহার প্রভাব দৃশ্যমান্ নহে ? সেই ত কখন মজাইতেছে, কখনও রাগাইতেছে কখনও জ্বালাইতেছে। মজাইয়া, রাগাইয়া, জ্বালাইয়া, পথভ্রষ্ট করিয়া, তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প। এই মায়াময় সংসারে যদি শ্রেয়ঃ চাও, তবে আগে এই মানবী-মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ কর, ইহার করতলগত হইলে, তোমার ধ্বংসের পথ কেহই অবরোধ করিতে পারিবে না। সেই ত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধিহন্ত্রী জনমোহয়িত্রী,
ধর্ম্মে কুমন্ত্রী কপটস্য তন্ত্রী।
সৎকর্ম্মহন্ত্রী কলিতা চ যেন,
বৃথা গতং তস্য নরস্য জীবিতম্॥

অতএব, যদি মায়ামুক্ত হইতে চাও, তবে আগে এই মানবী-মায়ার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, ভগবানের শরণাগত হও; সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শয়নে-স্বপনে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বা-বস্থাতে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য কর; তাঁহার অর্চ্চনায় নিরত হও; প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা কর, তাঁহার প্রতি প্রেম কর; শান্তি পাইবে, সুখ পাইবে, আনন্দ পাইবে; এই মায়াময়ী নয়নমুগ্ধকর স্বুবর্ণমূর্ত্তির অহর্নিশ পূজা করিতেছ! কিন্তু, তাহাতে শান্তি কতটুকু পাইয়াছ; মানবী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যেক কক্ষই তন্ন তন্ন করিয়া, অনুসন্ধান করিয়াছ; কিন্তু, সেখানে সুখের সন্ধান পাইয়াছ কি? নিশ্চয় জানিও,—

চিন্তাব্যথাদুঃখময়ী সদোষা
সংসার পাশাজনমোহকর্ত্রী।
সন্তাপকোশা ভজিতা চ যেন,
বৃথা গতং তস্য নরস্য জীবিতম্॥

অতএব, যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, যে সুখে সন্তাপ নাই, বিরাম নাই; যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে নয়নমুগ্ধকর স্বুবর্ণমূর্ত্তি মানবী-মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুগ্ধ হইও না, আত্মহারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার অর্চ্চনায়—তাঁহার পূজায় নিরত হও, দেখিবে যত সব মায়ামূর্ত্তি কেহই তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না,—কেহই আর তোমাকে ঠকাইতে পারিবে না, তুমি সেই মায়াধীশ পরমেশ্বরকে অবশ্য পাইবেই পাইবে, তোমার সকল দুঃখ-তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে। এক্ষণে দেখা যাউক ঈশ্বর-পূজন কি? শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে উক্ত আছে যে,—

রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা।
হিংসাদিরহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বরপূজনম্॥

আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান ব্যোমাদি—ক্ষিত্যন্ত পঞ্চভূতাত্মক শরীর,—ইহার উৎপত্তি পিতার অন্নময় কোষ হইতে হইয়াছে। সুতরাং, ইহা আপাততঃ দেখিতে মনোহর বটে; কিন্তু, সর্ব্বদা দুঃখময়। কেন না, পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ-পুণ্য ভোগের নিমিত্তই, এই দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা "রসা-সৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রানি ধাতবঃ" অর্থাৎ ইহা রস-রক্ত-মাংস,—মেদ-অস্থি-মজ্জা,—ত্বক-শোণিত-শুক্র প্রভৃতি ধাতু সকল দ্বারা বিনির্ম্মিত, নাড়ী সকলে গ্রথিত। এই জীবাধাররূপ ভোগায়তন পাঞ্চভৌতিক দেহ কেবল দুঃখভোগেরই আধার। কেন না, ইহা কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য্যাদি রিপুচয়ে সমাকুল; কিন্তু, তাহা হইলেও, ঈদৃশ কাম-ক্রোধাদি দূষিত দেহে সর্ব্বগত জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। তন্মধ্যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বগত জীবাত্মা, শুভাশুভ কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চির-সঙ্গিনী অনাদি বাসনামালায়-শোভিত হইয়া; কর্ম্মশৃঙ্খলে বন্ধনবশতঃ নিখিল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পাপপুণ্যানুসারে বহুবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি যে সকল দোষ সুখ-দুঃখ প্রদান করিতেছে, তৎসমস্তই জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান মানব-দেহ যখন মুক্তির সাধক হয়, তখনই বলা যাইতে পারে যে, এই কর্ম্মোপার্জ্জিত মহান্ মানব-জীবন লাভ করা, এই দুর্লভ মানব-দেহ বহন করা সার্থক। পরন্তু, এই দেহ মোক্ষের সাধক না হইলে, তাহা বহন করা নিষ্ফল। অনেকে অনিত্য অসার অচিরস্থায়ী ক্ষনিক বিষয় ভোগে বঞ্চিত হইয়া, মনে করে যে, তাহার মহান্ মানব-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইল ; কিন্তু, তাহা নহে শাস্ত্র বলেন, —"সুরূপং শরীরং নবীনং কলত্রং, ধনং মেরুতুল্যং বচশ্চারুচিত্রম্। হরেরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, বৃথা গতং তস্য নরস্য জীবিতম্॥" সুরূপের আদর্শ স্বরূপ রূপ-লাবণ্যময় সুঠাম-সুন্দর শরীর, যৌবনভরালসা রূপময়ী নবযৌবন-সম্পন্না কলত্র, পর্ব্বত সন্নিভ অগাধ ধনসম্পত্তি লাভে সমৃদ্ধের মর্ম্মরনির্ম্মিত সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে বসবাস করিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, ভোগসুখের তুঙ্গসীমায় উপনীত হইয়াও যদি ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরী ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীচরণারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গ সংলগ্ন হইয়া, শ্রীহরির চরণারবিন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মকরন্দপানানন্দে নিরন্তর মগ্ন না হয়; তবে নিশ্চয় বুঝিবে যে,—"বৃথা গতং তস্য নরস্য জীবিতম্" তাহার জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছে। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পদারবিন্দে চিত্ত সংলগ্ন করাই মানব-জীবন ধারণ করার সাফল্য; কেন না, ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনাই কর্ম্মমূল নিকৃন্তনের পরমোপায়। কর্ম্মের শেষ না হইলে, চির-আনন্দধামে উপনীত হওয়া যায় না। কর্ম্মের মূল অহঙ্কার; অহঙ্কার হইতে প্রলোভন এবং প্রলোভন হইতে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি। সুতরাং, মানুষ যতদিন প্রলোভনের বশীভূত থাকে,ততদিন তাহার কর্ম্মের শেষ হয় না। পরন্তু, সংসারের প্রতি আসক্তি বা প্রলোভন, যখন পরম কারুণিক সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের পদারবিন্দে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহার পূর্ণানন্দ; সেই অবস্থা হইতেই, মানুষ চিরানন্দময়ে আশ্রয় লাভ করে; তখনই তাহার অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হয়,—তখনই তাহার কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। এই অবস্থা লাভ করিবার উপায় কি? "মূলমারাধনং হরেঃ" এই অবস্থা লাভ করিবার একমাত্র উপায়— ঈশ্বর পূজন। অতএব, হৃদয়ের কামক্রোধাদি দোষসকল দূরীভূত করিয়া, হৃদয়মন্দির ভক্তিগঙ্গাজলে বিধৌত করিয়া, প্রেম-ভক্তির অমৃতরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়া,—"ভক্ত্যা যজেদ্বিষ্ণুমনন্তমূর্ত্তিম্।" ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে অভিনিবিষ্টচিত্তে অনন্যমনে অনন্তমূর্ত্তি ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে হিংসাদিরহিত কর্ম্মরূপ পূজনের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে, অন্তিমে সর্ব্ববাসনা মুক্ত হইয়া, চিরানন্দময়ে আত্মলীন করিয়া, পূর্ণানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অপিচ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব বা।
যথা শক্ত্যর্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপুজনম্॥
যোগী যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

এই অসীম সুষমাকর নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে; যশো-মানের আকাঙ্খা, খ্যাতি-প্রতিপত্তির স্পৃহা ও জনসমাজে বাহাদুরী প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভান ছাড়িয়া, ধন-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির দুর্জ্জয় অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার পরিহার করিয়া, রূপ-লাবণ্যের গরিমা ভুলিয়া, জন-যৌবনের গর্ব্ব ভুলিয়া, মোটের উপর,—সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্যের দম্ভাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক; কেন না, "দম্ভৈর্ব্বিনা যঃ ক্রিয়তে স ধর্ম্মঃ" এই উপদেশ বাক্য শিরো-ধার্য্য করিয়া, তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভাবের ভিতর দিয়া, সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়া, হীনতা দীনতা কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া, দাস্যভাবের সাধনা পথ বহিয়া, মৃচ্ছিলাদারু-দার্ব্বাদি মৃণ্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমাহিত চিত্ত হইয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুচয় শান্ত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে অকার্পণ্য হৃদয়ে প্রসন্নান্তঃকরণে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিভরে শ্রদ্ধাসহকারে জগন্নিদান ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অথবা জগন্নিয়ন্তা ভগবান্ রুদ্রের সাধ্যানুসারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি উপচার-সমন্বিত ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজা করার নাম—"ঈশ্বর পূজন।"

আজকাল অনেকে ঈশ্বরপূজন করেন; কিন্তু, প্রায়ই অনেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ভাবের ধার দিয়াও চলেন না,—কেবল বাদ্যের ঘটা; আর, নৈবেদ্যের রাশি করিয়া, ধূম-ধামের গুঁতায় জীব-জগৎ চকিত করিলেই, ভগবানের পূজা হইল বলিয়া, মনে করেন; পরন্তু, তাহা সত্য সত্যই ভগবানের পূজা নহে। কেন না, প্রকৃত ভক্তের পূজা আড়ম্বর-শূন্য। সে পূজায় উদ্দাম উচ্ছ্বাস নাই,—উদ্বেগ নাই,—তরঙ্গ নাই; তাহা—অচঞ্চল, প্রশান্ত। মোটের উপর ভক্তের ভক্তির পূজায় বাহিরের আড়ম্বর আদৌ নাই। নয়নের অশ্রু, সে পূজার গঙ্গাজল;—কাম-ক্রোধাদি রিপুচয়, সে পূজার উপহার;—ক্রন্দন-নর্ত্তন, স্বেদ-কম্পন, আনন্দ-পুলক—সে পূজার নৈবেদ্য; আর,—"হরে মুরারে—হরত্রিপুরারে" গম্ভীর রব জগৎ-ভরা ভৈরব-ধ্বনি সে পূজার বাদ্যভাণ্ড। প্রকৃত ভক্তের পূজা-পদ্ধতি— এইরূপ। অনেক সময়, অনেক সাধক-শ্রেষ্ঠ দেবচরিতোদ্দীপ্তি মহাত্মাও, সেই অন্তঃশীলা প্রবহমান মহান্ ভাব বুঝিতে পারেন না। সে মানস-পূজা— মনে হয়, কোণে হয়; আর, বিজন বনে হয়। সে পূজায় ভাবময় ভগবান্ কেবল ঘটে-পটে বা প্রতিমায় নহেন;—সে পূজার প্রতিমা—অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র—এমন কি, এই মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা বন-বনান্তপরিশোভিতা বিরাট্ বপু বসুন্ধরার আসমুদ্র হিমালয়ের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুটিতেও ভগবানের প্রতিবিম্ব—প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পূজা, ভক্তের পূজা; তাহাতে বাহিরের আড়ম্বর আদৌ নাই। ভক্ত পৃথিবীর সর্ব্ববস্তুকে ভগবানের প্রতিমা বোধে দর-বিগলিতধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহে বক্ষ প্লাবিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে থাকেন। তিনি আসমুদ্র হিমালয়ের অণু-পরমাণু বালুকণাটি পর্য্যন্ত সকল সামগ্রী মাঝেই জগজ্জ্যোতির দিব্যত্যুতি বিদ্যমান দেখেন;—তিনি আকাশভেদী অভ্রস্পর্শী উত্তুঙ্গ চির-তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার উজ্জ্বল-সম্মোহন ধবল শৃঙ্গ দর্শনে, যেমন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া, আত্মহারা হন; আবার তুর্নিরীক্ষ্য কীটাণুকীটের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও তেমনি প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া। তিনি—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ,
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্য॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ২

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিশ্চক্র, ভূতগণ দিক্ সকল, বৃক্ষাদি, নদী ও সমুদ্র; এমন কি,—পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর ভূতমাত্রকেই ভগবান্ শ্রীহরির শরীর-বোধে প্রণাম করেন। এই ভাব একদিন কর্ম্মবীর পুরুষ-প্রধান গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুনের হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়াছিল; তাই তিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নামো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তুতে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্ব॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হে সর্ব্ব! আমি তোমাকে পুরোভাগে নমস্কার করি; পশ্চাদ্ভাগে নমস্কার করি। হে সর্ব্বেশ্বর! তুমি পৃথিবীর আসমুদ্র হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে, —অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছ; অতএব, তুমি আমার পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঈশান-অগ্নি, নৈঋত-বায়ু, এমন কি—আমার উর্দ্ধ ও অধোদেশে পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছ;—তোমাকে নমস্কার। হে অনন্তরূপ! তোমাকে একবার, দুইবার, বারবার, শতবার, সহস্রবার নমস্কার।' এমন ভক্ত জগতে কয়জন আছেন? ভক্তিতত্ত্বই বা কয়জন জগতে জানেন? পুরুষ-প্রধান অর্জ্জুন—জীবন্মুক্ত পুরুষ —নর-নারায়ণ; তাঁহার কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু,— পৃথিবীর জীব—কামনা-বিজড়িত মর্ত্ত্যের মানুষ—তাহাতে কি অত উচ্চ ভাব সম্ভব? সকলে কি কর্ম্মবীর অর্জ্জুন হইতে পারে? কলির-কামদুর্ম্মদ যে কেহ মানুষ কি অনায়াসেই জীবন্মুক্ত কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারে? ব্যবধান—অনন্ত যোজন! কিন্নর-নর—অমর-ঈশ্বর—ব্যবধান অনন্ত যোজন! সেই দ্বাপরের গাণ্ডীবধন্বা কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনে যাহা সম্ভব, কলির বিজ্ঞানের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কামনা-বিজড়িত ধনী-দরিদ্রে, জ্ঞানী-মূর্খে, কি তাহা সম্ভবপর! কলির মানুষে কেবল মাত্র আছে,— পূজার আগে নৈবদ্যের আয়োজন এবং ঘটে-পটে-প্রতিমায় পূজা ও ভগবানের ভোগ-রাগ; পরে আনন্দসহকারে প্রসাদ প্রাপ্তি। ভগবানের পূজা-পদ্ধতি নিবৃত্তির কার্য্য, প্রবৃত্তি থাকিলে, নিবৃত্তি কদাপি আসিতে পারে না; বাস্তবিক, হৃদয়ে লোভ থাকিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তির স্থান কোথায়? লক্ষ্য যে আগেই নৈবেদ্যের আয়োজন; আর, উদ্দেশ্য যে প্রসাদ-ভক্ষণ। লোভের নিকট ভাব-ভক্তি, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলেই পরাস্ত,—হীনপ্রভ। যে হৃদয়ে লোভ থাকে, সেখানে কেবল প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অভিমান, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি আসিয়া প্রসার বিস্তার করিয়া, একাধিপত্য লাভ করে; কাজেই মানুষ আত্মসুখে নিরত ও আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া আপনাকে ভুলিয়া, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবিয়া, আত্মপূজার আয়োজন করিয়া থাকে এবং আত্ম-অহঙ্কারে—আত্ম-গরিমায় বক্ষ স্ফীত করিয়া,—

ঈশ্বরোঽহমহমেব রূপবান্,
পণ্ডিতোঽস্মি সুভগোঽস্মি কোঽপরঃ।
মৎসমোঽস্তি জগতীতি শোভতে,
মানিতা ত্বদনুরাগিনঃ পরম্॥

শিবস্তোত্রাবলী।

আমিই ঈশ্বর, আমিই রূপবান্. আমিই পণ্ডিত, আমিই সুভোগী, আমার ন্যায় ধনাঢ্য—অতুল ঐশ্বর্য্য আর কাহার আছে? এবং আমার মত পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ জগতে দ্বিতীয় কেহ নাই: —ইত্যাদি রূপ আমিত্বের মহান্ বোঝা—মমত্বের বিশাল পর্ব্বত বুকে চাপাইয়া, কেবলই আড়ম্বর,—কেবলই অভিমান করে; তখন কেবল পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধিমত্তার অভিমান, ঐশ্বর্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমান, ধনের অভিমান, রূপের অভিমান, ভজনের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, ক্ষমতার অভিমান, কল্পনার অভিমান, বিজ্ঞানের অভিমান; আর, অবশেষে অভিমানের অভিমান করিয়া থাকে; তখন আপনাকে আর,—"তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবিতে পারে না; তখন তাহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক অস্তমিত হয়, আত্মাভিমান ও অজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রসারিত হইয়া, একাধিপত্য স্থাপন করে;—তখন বুঝিবার সামর্থ্য দূরে অপসৃত হয়,—ভাবিবার ক্ষমতা বিলীন হয়, কার্য্য মোহাবসাদ বিজড়িত হয়, সত্য—সে তো "দূরাৎ সুদূরে" সরিয়া পড়ে এবং প্রেম-প্রীতি শ্রদ্ধা-ভক্তিও অনেক দূরে পলায়ন করে; তখন কেবলমাত্র আড়ম্বর সম্বল থাকে ভগবানের পূজা করিতে চাহিলে, প্রদীপ্ত অপাপ-বিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের দেবর্ষি ভক্তচূড়ামণি নারদ বলেন:—"অভিমানদম্ভাদিকম্ ত্যজ্যম্। তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।" 'ধনের অভিমান, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, উন্নত অট্টালিকার অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধিমত্তার অভিমান, রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, জাতির অভিমান, বিদ্যার অভিমান, মহত্ত্বের অভিমান, প্রভুত্বের অভিমান, যৌবনের অভিমান এবং দাম্ভিকতা ও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়কে ভক্তি-গঙ্গাজলে বিধৌত করতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পবিত্র ও নির্ম্মল করিতে হইবে। তবেই ভগবানের পূজায় অধিকার জন্মে; এমন কি— অভিমানাদির কালিমা রেখাটুকু পর্য্যন্তও মুছিয়া দিয়া, হৃদয় স্ফটিক-স্বচ্ছ করিয়া, সংসারের আশা-ভরসা, মায়া-মমতা, জ্বালা-যন্ত্রনা, আধি-ব্যাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, দেহ-গেহ, পুত্র-পরিজন, আত্মীয় -স্বজন, ভূত-ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সকলই ইচ্ছাময় ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিয়া, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, রাগাভিমানাদি করিতে হয় ত ভগবানেরই উপর করিতে হইবে।' অর্থাৎ যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে যাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে তদনুসারে ভাবময় ভগবানকে পূজা করিবে। কেন না, সে কথা তিনি নিজ মুখে ঘোষণা করিয়াছেন ;—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" অতএব, যে ব্যক্তি বহুবিভবশালী, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, সে যথাপ্রাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা শয়নে, উপবেশনে, গমনে, সর্ব্বসময়েই শান্তিময় ঈশ্বরের পূজা করিবে ;—যে ব্যক্তি কান্তাসম্ভোগ ও বিবিধ সুরস ভক্ষ্য-ভোজন বিলাসী, সে যথা-প্রাপ্ত আপন সুখ-সম্ভার উপহার দিয়া, ভক্তিভরে ভাবময় ঈশ্বরের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি আধি-ব্যধি —শোক-তাপে পীড়িত, মোহপঙ্কে নিমগ্ন, সে যথাপ্রাপ্ত আপন দুঃখ-সম্ভার দিয়াই, ভাবময় ভগবান্ পরমেশ্বরের পূজা করিবে। যে দরিদ্র, সর্ব্বদা অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত,—দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত, সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে সতত জর্জ্জরিত, সে আপন দারিদ্র্য-দুঃখ দিয়া ;—যিনি রাজা, তিনি আপন রাজ্য দিয়া, ভাবময় ভগবান্ দয়াল ঈশ্বরের পূজা করিবে। এমন কি,— যে ব্যক্তি কলহপ্রিয়, আপন পুত্র কলত্রাদির সহিত সতত কলহ করিয়া, কালাতিপাত করে, তাহাকেও দয়াময় করুণা-নিদান কারুণ্য-প্রাণ ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে, আপন মনোবৃত্তি রাগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বেষাদি দিয়াই, ভগবানের পূজা করিতে হইবে। কারণ, এই পরম কারুণিক পরমারাধ্য প্রাণেশ্বরের পূজার পুষ্প—বিচিত্র চেষ্টা, যাহার যেরূপ কার্য্য, তাহা এবং উপহার দ্রব্য, এই সংসার-প্রবাহ-পতিত আত্মা; সুতরাং, যাহার যেরূপ অবস্থায় অবস্থিতি, তাহাকে তাদৃশ আত্মা উপহার দিয়া,—ভোগজালের মধ্যে যাহা আকস্মিক উপগত হইতেছে বা যাহা চিরদিন রহিয়াছে অথবা অনিয়তবর্ত্তী, এমন যথা-প্রাপ্ত-বিষয় কিংবা বিহিত-নিষিদ্ধ ভোগসমূহের ত্যাগ, তাহাতে একান্ত অনুরাগ, যাহা যাহার অভিলষিত, বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, যুক্ত বা অযুক্ত, ত্যক্ত বা অত্যক্ত, যাহা যাহার অভিপ্রেত, সে তত্তদ্দ্বারাই বিশুদ্ধ সৌম্য-সত্ত্বমূর্ত্তি ঈশ্বরের পূজা করিবে। এই সৌম্য-শান্ত সত্ত্বমূর্ত্তি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পূজা করিতে বাহিরের কোন উপকরণ আয়োজনকরণের প্রয়োজন নাই; তবে প্রধানত: সর্ব্বভূতে দয়া ও শমতা-প্রদর্শিনী-মিত্রতাই পরমারাধ্য প্রাণের দেবতা পরমেশ্বরের পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সেই উপকরণ যাহাতে সংগৃহীত হয়, তাহারই চেষ্টা করা প্রথম আবশ্যক; সাধুদিগের হৃদয়ে যাহা অনুক্ষণ থাকে, যাহা চন্দ্রের ন্যায় মধুরতাময়, সেই মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা, মুদিতা ও কাম-ক্রোধাদি-নিগ্রহ-সামর্থ্য—ইত্যাদি বিশুদ্ধ ভাব দ্বারাই ভাবময় পরমেশ্বরের পূজা করিতে হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ইহা অপেক্ষা আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট পুষ্প আছে, তদ্বারা পূজা করিলে, পরম-কারুণিক পরমেশ্বরকে সহজে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়; কেন না, সেই পুষ্পগুলি তাঁহার অতীব প্রিয়। তাঁহার প্রিয় পুষ্প আঁটটি; যথা,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ং করণগ্রহঃ।
তৃতীয়কং ভূতদয়া চতুর্থং ক্ষান্তিরেব চ॥
শমস্তু পঞ্চমং পুষ্পং ধ্যানঞ্চৈব তু সপ্তমম্
সত্যঞ্চৈবাষ্টমং পুষ্পমেতৈস্তুষ্যতি কেশবঃ॥

পদ্মপুরাণ। পাতক। ৫৩

প্রথম পুষ্প,—'অহিংসা'; দ্বিতীয় পুষ্প,—'ইন্দ্রিয় নিগ্রহ'-তৃতীয় পুষ্প,—'সর্ব্বজীবে দয়া'; চতুর্থ পুষ্প,—'ক্ষমা'; পঞ্চম পুষ্প,—'শম'; ষষ্ঠ পুষ্প,—'দম'; সপ্তম পুষ্প,—'ধ্যান'; আর অষ্টম পুষ্প,—'সত্য'; এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আটটি পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে, জগজ্জীবন বিশ্বপাবন ভগবান্ শ্রীকেশব পরমেশ্বর অতিশয় তুষ্ট হয়েন। অতএব, পরমেশ্বরের পূজা করিতে, বিশেষ কোন আয়োজন করণের প্রয়োজন হয় না; সম্মুখে যাহা পাওয়া যায়, বাহ্য-অভ্যন্তর নিখিল বস্তুর দ্বারাই তাঁহার পূজা করিতে হয়। গন্ধ-পুষ্পাদি নিখিল উপচার সংগ্রহের নিমিত্ত, কিঞ্চিন্মাত্রও যত্নের আবশ্যক নাই; কেন না, বাহিরের সুরভি-সুগন্ধি মনোমদ পুষ্পরাশি যথেষ্ট চয়ন করিয়া, অনায়াস-লভ্য দ্রব্যসম্ভারে তাঁহার পূজা করিলে, তাহাতে যদি ভক্তির সুগন্ধ না থাকে, তাহা তিনি কিছুতেই গ্রহণ করেন না। কেন না, সে কথা তিনি স্বয়ং কহিয়াছেন;—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হে সখা অর্জ্জুন! এই নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে যাহারা কেবল মাত্র বাদ্যের ঘটা ও নৈবেদ্যের রাশি করিয়া, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, আত্মতৃপ্তির মানসে বহ্বাড়ম্বরের ঘনঘটায় ধুমধামের গুতায় স্থিরা অবনী অধীরতায় টলটলায়মান করিয়া, খ্যাতি-প্রতিপত্তির-প্রত্যাশায়, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া, বহু-সম্ভারে আমার পূজা করে; তাহাদের সেই বহ্বাড়ম্বর পূজায় সন্তুষ্ট হই না। কেন না, তাহাদের সেই পূজা ভক্তি-শূন্য; সুতরাং, তাহা আমার প্রীতিপ্রদ নহে, সে পূজার সম্ভার আমি গ্রহণ করি না। যেহেতু, তাহা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, বা যশের জন্য,—নরলোকে মানব-সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য,—অন্তত: উপকৃতের প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশায়,—তদধিক পরলোক হিতাকাঙ্ক্ষায়, তাহারা তাহা করিয়া থাকে; সুতরাং, তাহারা কেবল উপরোধ-ক্রমে আমার পূজা করে; তাহাতে ভক্তির কণামাত্রও নাই, তাহা কি আমি গ্রহণ করিতে পারি; কখনই নহে। কিন্তু, আমার ভক্তের পূজা আড়ম্বর-শূন্য ; সে পূজায় উচ্ছ্বাস নাই, উদ্বেগ নাই, তরঙ্গ নাই, কল্লোল-কোলাহল নাই; তাহা স্থির, অচঞ্চল, প্রশান্ত; তাহাতে অন্তঃশীলা প্রবহমান। আমার ভক্তের ভক্তির পূজায় বাহিরের আড়ম্বর আদৌ নাই;—সে মানস-পূজা মনে হয়। সে পূজায় আমি কেবল মাত্র প্রতিমায়, ঘটে বা পটে নহি; সে পূজায় আমি এই পৃথিবীর আসমুদ্র—হিমালয়ের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বালুকণাটিতে, এমন কি অণু-পরমাণুতে ও আমার প্রতিবিম্ব—প্রতিভূতে আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার ভক্তের ভক্তির পূজার প্রতিমা জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব চরাচরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ভক্ত আমাকে একস্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া, সান্ত করেন না, তিনি আমাকে অনন্তরূপেই দেখেন এবং আমার অনন্ত মূর্ত্তিরই পূজা করেন। আমার ভক্তিমান্ ভক্তের ভক্তির -পূজায় মন্ত্র নাই; আমার বিশ্বরূপ ভিন্ন যন্ত্র নাই ; আমার ভক্তির পূজায় তন্ত্র নাই। ভক্তি-ভরে উচ্চৈঃস্বরে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ধ্বনি মাত্র সে পূজার মহামন্ত্র। হৃদয়ের ভাব ও নয়নাশ্রু সে পূজার নির্ম্মল পবিত্র জল। ক্রন্দন-নর্ত্তন, স্বেদ-কম্পন, আনন্দ-পুলক প্রভৃতি সে পূজার নৈবেদ্য ; আর, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥" জগৎভরা ভৈরব ধ্বনি সে পূজার বাদ্য-ভাণ্ড। সুতরাং, আমার ভক্তির পূজায় বিশেষ কোন উপকরণ আয়োজনকরণের প্রয়োজন করে না ; সম্মুখে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তদ্বারাই আমার পূজা করিলে, আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকি। সুতরাং, আমার ভক্তির পূজায় উপচার সম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত, কিঞ্চিন্মাত্রও যত্নের আবশ্যক নাই। আমার ভক্তির পূজার মর্ম্ম বুঝিতে পারে, এমন লোক জগতে কয়জন আছেন? ভক্তিতত্ত্বই বা জগতে কয়জন জানেন? যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ; আমার ভক্ত ভক্তি দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। অতএব, হে সখা অর্জ্জুন! তুমি এখনও আমার ভক্তি-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, ভক্তির মহিমা বুঝিতে পার নাই ; আমার ভক্তির মহিমা অপার। ভক্তির এই অপার মহিমা বুঝিয়া, যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে, তখনই ধন্য হইয়া যাইবে, জীবন সার্থক ও জন্ম সফল করিতে সমর্থ হইবে। আমাকে কেহই কোন উপায়ে কোনকালে বশীভূত করিতে পারে না; কিন্তু, আমার ভক্ত ভক্তিপ্রভাবেই আমাকে একান্ত বশীভূত করিয়া থাকেন; আমিও কেবল ভক্তিতেই ভক্তের বশীভূত হইয়া, ভক্তের সমীপে বাঁধা থাকি। আমার একান্ত অনুগত তন্ময়-চিত্ত ভক্ত, ভক্তি-মিশ্রিত করিয়া, আমাকে যাহা প্রদান করেন, এমন কি—পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি যাহা কিছু অনায়াসলভ্য, তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করি। যদিও পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি দ্রব্য-সম্ভার আমারই সৃষ্ট পদার্থ এবং অনায়াস-লভ্য; কিন্তু, তাহা হইলেও, তাহা ভক্তি-মিশ্রিত;—ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত হইলে, তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করি। কেন না, তাহা যে প্রিয় ভক্তের ভক্তি-মিশ্রিত উপহার! কেবল যে গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত থাকি, তাহা নহে; তাহা পাইবামাত্রই ভোজন ও পান করিয়া, শান্তি লাভ করি। কারণ, ভক্ত যে আমার অনুগত প্রিয়পাত্র; তিনি নিজস্ব বলিয়া কিছুই রাখেন না,—পুত্র-কলত্র, ধন-জন, দেহ-গেহ মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ,—'আমার ও আমি' বলিয়া যথা সর্ব্বস্বই যে আমাতেই সমর্পণ পূর্ব্বক, একমাত্র আমাকেই নির্ভর করিয়া, আমার সতত শরণাগত হইয়া,—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাতে তন্ময় হইয়া অনন্যমনে অভিনিবিষ্টচিত্তে সতত আমারই ভজন, পূজন ও অর্চ্চনায় নিরত রহিয়া, আমারই ভাবে বিভোর হইয়া আছেন। সুতরাং, তিনি আমাতে সর্ব্বস্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্পন করিয়া, আমার হইয়াছেন; সেইজন্য, আমি তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসি, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। কেন না, আমি ভিন্ন তিনি অন্য আর কিছুই জানেন না। অতএব, হে সখা অর্জ্জুন! অধিক কি কহিব, তাঁহার সেই অভিন্ন প্রেমরসসিক্ত, ভক্তিরসাপ্লুত, অমেয় ভাবরসে ভরা—পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি উপাদেয় সম্ভার সামগ্রী, কি সুন্দর! কি মধুর!—তাঁহার সেই ভক্তিরসাপ্লুত পত্র, কি সুন্দর! অতি মনোহর!—তাঁহার সেই প্রেমরসসিক্ত পুষ্প কি সুগন্ধ! অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর! তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব-রসে-ভরা ফল কি সুমিষ্ট! অতি মধুর!—আর, তাঁহার সেই ভাব-ভক্তি-প্রেম-রস বিগলিত স্বচ্ছ জল, অতি নির্ম্মল! অতি স্বাদু! তাহার এক কণিকাও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না; প্রেমবশে সমস্তটুকুই সাদরে পান করিয়া, উদরসাৎ করতঃ পরম তৃপ্তি লাভ করি।' অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতে, ভক্ত উদ্ধবকে কহিয়াছেন;—

"এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।২৭

'হে সখা উদ্ধব! এই নরাবাস ধরাধামে পুরুষ ভক্তি সহকারে এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগে অর্থাৎ,—"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা আমার পূজা করিয়া, কি ইহলোকে, কি পরলোকে,—উভয়লোকে আমার নিকট অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব,—

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে—
স্বকষ্টলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে,
মুক্ত্যৈ কথং ন ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥

গরুড় পুরাণ। পূর্ব্ব। ২৩১

এই সৃষ্টজগতে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল,—এই সমস্তই ত বিশ্বস্রষ্টা জগৎপিতার সৃষ্ট পদার্থ;—স্রষ্টাকে সৃষ্টবস্তু প্রদান করিলে, তাঁহার প্রীতিলাভ করিতে পারিবে কেমনে?—বিশেষতঃ এ সমস্ত সম্ভার সামগ্রীই ত অনায়াসলভ্য; সুতরাং, কেবল মাত্র তৎ সৃষ্ট—পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি তাঁহাকে প্রদান করতঃ তাঁহার তুষ্টিলাভে সমর্থ হইয়া, এই সার্দ্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত মায়ার গণ্ডী ভেদ করিয়া, শান্তিময়ী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না; কেন না,—"ভক্ত্যৈব তুষ্যন্তি মহানুভাবাঃ" পুরাণ পুরুষ পরমেশ্বর একমাত্র ভক্তিতেই তুষ্ট হন। সেইজন্য ভক্তগণ বলিয়াছেন;—"ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ" ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়। ভক্তিপ্রিয় পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ভক্তিদ্বারা পূজা করিতে পারিলেই মুক্তি করতলগত হয়। কেন না, শ্রুতি শ্রুতিমধুর স্বরে কহিয়াছেন,—"ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ" ভক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অতএব, "ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে, মুক্ত্যৈ কথং ন ক্রিয়তে প্রযত্নঃ।" কেবলমাত্র বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ভক্তি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতে পারিলেই, যখন শান্তিময়ী মুক্তিলাভ হইতে পারে, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন অনায়াসলভ্য মুক্তির নিমিত্ত, প্রযত্ন করিতেছ না কেন? ভক্তি ভিন্ন মুক্তি লাভের এমন সহজ উপায় দ্বিতীয় নাই। মুক্তিলাভ করিবার প্রধানতঃ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ তিনটি ;—কর্ম্ম, ভক্তি, ও জ্ঞান। কিন্তু,—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" নানা মুনি ঐ পথ-ত্রিতয়ের নানা মত ও নানা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এমন ঋষি-মুনি দেখি না যে, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। কঠোপনিষৎ কর্ত্তা বলিতেছেন ;—"ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু" যিনি ত্রিকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপঃ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর আকর সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া, অমৃতত্ব লাভ করিবেন। আবার, স্থানান্তরে দেখিতে পাই; —"ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ" ভক্তিযোগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়। আবার, অদ্বৈতবাদী পরম জ্ঞানী আর চুপ করিয়া, থাকিতে পারিলেন না ; তিনি অধৈর্য্যে অস্থির হইয়া, বলিয়া ফেলিলেন ;—"ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ" জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির কারণ, তদ্ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব, জ্ঞানার্জ্জন কর, মুক্তি লাভ করিবে ; ইত্যাদি আরও কত কি মত দৃষ্ট হয়। এইরূপে বিভিন্ন মুনি বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। এই প্রকারে অনেকেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে, ইহলোকে অভ্যুদয় ও পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের ভিন্ন ভিন্ন অনেকরূপ পথ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কোন্ পথটি যে ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে শ্রেয়ঃসাধন ও কোন্ পথটি তাহার বিপরীত, ইহা বিদিত হইয়া, যাঁহারা বিচার করতঃ উক্ত যাবতীয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়েন ; তাঁহারা পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারকারাবাস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, সার্দ্ধত্রিহস্ত মায়ার গণ্ডী ভেদ করিয়া, অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন। মর্ত্ত্যধামে মানুষ যেমন অনন্ত প্রকার, মুক্তিলাভের পথও তদ্রূপ অনন্ত ;—মানুষের প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, মানুষের শিক্ষা যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, মুক্তিলাভের পথও সেইরূপ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি প্রশস্ত সরল পথ আছে ; তাহার নাম "ভক্তি"। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন,—

"মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কস্যচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎ কথাদৌ জাতঃ শ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।২০

'হে সখা উদ্ধব! আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক,—এই ত্রিবিধ-তাপে তাপিত সংসারে, ত্রিতাপ দহনে দগ্ধীভূত সংসার-তাপদগ্ধ মানবগণের পরম মঙ্গল-সাধনেচ্ছায় আমি পূর্ব্বে তিন প্রকার মুক্তি মার্গের বিষয় বলিয়াছি ;—কর্ম্মযোগ, ভক্তি-যোগ ও জ্ঞানযোগ। কলিকলুষিত কামনা-বিজড়িত বিষয়াসক্ত ত্রিতাপে তাপিত মানবগণের পরম-কল্যাণ-সাধনার, এই তিন প্রকার পথ ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় কুত্রাপি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মধ্যে, এই কর্ম্মময় সংসারে মানুষ শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, সুদৃঢ় কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, পুনঃ পুনঃ সংসার মার্গে গমনাগমন করিয়া থাকে, কর্ম্মের শেষ না হইলে, জীবের সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘবর্ত্মে গমনাগমন শেষ হয় না, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচে না এবং চির-আনন্দধামে উপনীত হইয়া, চির-আনন্দময়ে আশ্রয় লাভ করিয়া, পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং, সংসারের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ দুঃখপ্রদ বোধ করিয়া, সংসারের কর্ম্ম সকলের ফল সমূহে বিরক্ত অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন; তাদৃশ বিরাগ রসিক নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য কর্ম্মত্যাগী বৈরাগ্যবান্ পুরুষদিগের জ্ঞানযোগ এবং সেই শুভাশুভ কর্ম্মসকলে যাহারা দুঃখ বুদ্ধি-শূন্য, অবিদ্যান্ধ কামনা-বিজড়িত সংসারাসক্ত মোহপঙ্কে নিমগ্ন; তাহাদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর, যে পুরুষের বহুজন্মের পুণ্যপুঞ্জসঞ্চয়ে সৌভাগ্যোদয়ক্রমে কোটিজন্মসঞ্জাত পুণ্যের ক্রমবিকাশে চির-শান্তি-বিধায়িনী পরম-শুভদায়িনী মদীয় কথাদিতে অবিচলা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; যিনি কর্ম্মফলে অবিরক্ত ও অনতি আসক্ত হইয়া, বুঝিতে পারিয়াছেন যে,—'সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তিই আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের পরমোপায়; তাঁহার এই দুঃখত্রয় নির্ম্মূল করিয়া, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বা ভক্তি না জন্মে, তাবৎ জীবের সংসার-রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারণ্যের সুদীর্ঘ বত্মে´ গমনাগমন শেষ হয় না, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচে না; অতএব, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের একমাত্র একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যাঁহার এরূপ ভাব হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জানিবে।'

অতএব,—"মোক্ষস্য মার্গা বহব প্রদিষ্টাস্তে কৃচ্ছ্রসাধ্যা বহবঃ সবিঘ্নাঃ" কিন্তু,—"ভক্তিযোগ নিরুপদ্রবঃ" ইহাতে কোনও উপদ্রব বা বাধা-বিঘ্ন নাই। অধিকন্তু,—"ত্রয়ানামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোহস্তি সর্ব্বথা। সুলভত্বাম্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্য-পীড়নাৎ॥" উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই অনায়াসসাধ্য। কেন না, এই ভক্তিযোগ সাধনায় দ্রব্য ব্যয় বা কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না;—ইহা কেবল মাত্র মনোবৃত্তি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং, এই ভক্তিযোগই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পক্ষে সুলভ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কলির কাম-দুর্ম্মদ কামনা-বিজড়িত মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য এই ভক্তিযোগই মুক্তিপ্রদ, ভক্তি বৈ মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে,—

সত্যাদি ত্রিযুগে বোধবিরাগৌ মুক্তিসাধকৌ।
কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ১৯২

সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপরে,—এই ত্রিযুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি আয়াস-সাধ্য উপায়-সমূহ মুক্তি সাধক ছিল; পরন্তু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকালে তাহা নাই ; কেন না, কলির মানুষ অল্পায়ুঃ এবং অন্নগতপ্রাণ। বিশেষতঃ কলির মানুষ কামকিঙ্কর ; সুতরাং, কলিকালে কলির কামদুর্ম্মদ মানব, তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারিবে না ; অতএব,—"কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী" কলিযুগে কলিকলুষিত কামনা-বিজড়িত মানবের ভক্তিই ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য্য, বেদান্তকেশরী জগদ্‌গুরু শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় জলদগম্ভীর স্বরে কহিয়াছেন ;—"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" অর্থাৎ মুক্তিলাভের যাবতীয় কারণ অপেক্ষা অর্থাৎ উপায়ের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। অতএব, ভক্তিই কলির পক্ষে মুক্তিপ্রদ ; ভগবানের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যাভাণ ছাড়িয়া, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, ভক্তিভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ভগবদর্চ্চনা করাই ভগবৎ সমীপে অগ্রসর হওয়ার সুগম পথ। বৃহন্নারদ পুরাণে উক্ত আছে যে,—

পূজয়ন্তি হরিং যে তু নিষ্কামাঃ শুদ্ধমানসঃ।
তেষাং বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥

বৃহন্নারদ পুরাণ। ৩৭

এই কামনা-প্রলোভনময় সংসারে যাঁহারা নিষ্কাম ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রনা দূর করিয়া, তাঁহাদিগকে আপনার লোক করেন এবং সকল প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। তবে আর ভাবনা কিসের? অতএব, অহর্নিশ তাঁহাকেই স্মরণ কর, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত চেষ্টা কর, তাঁহার উদ্দেশ্যে ও তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম কর, আড়ম্বরের মিথ্যাভাণ ছাড়িয়া, তাঁহার পূজা কর; কিন্তু, তা বলিয়া, কর্ম্মে কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব রাখিলে হইবে না, ভগবানের আরাধনা-অর্চ্চনা করিলে, যখন সমুদয় মনোরথ সিদ্ধ হয়, সফল হয়; স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, এমন কি—নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্তও অনায়াসে হয়, তখন আর ফলাকাঙ্খা করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং, আপন কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, তাঁহার দাসের ন্যায়—অনুগত ভৃত্যের ন্যায়—আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে এবং যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিবে; কিন্তু,—"মা ফলেষু কদাচন" কামনা-বর্জ্জিত হইয়া, ফলাকাঙ্খা-রহিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে হইবে; তাহা হইলে, যত সব ক্রিয়া-কর্ম্ম, যত সব কামনা-প্রলোভন, যত সব কর্ম্মফল, কেহই তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না,—কেহই তোমাকে আর ঠকাইতে পারিবে না;—তুমি তোমার সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, চির-সখা,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভবপারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরিকে পাইবেই পাইবে। ভগবান্ নিকটে আসিবেন,—তোমাকে ভব-পার করিবেন, আপনার লোক করিবেন, তোমার সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রনা, শোক-তাপ প্রভৃতি চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গোত্তরী নিবাসী

শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত গ্রন্থমালা ।

১। সুগম সাধন-পন্থা—১ম খণ্ড মূল্য ৩৲

২। ঐ —২য় খণ্ড মূল্য ১॥০

৩। ঐ —৩য় খণ্ড মূল্য ৩৲

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম পূজনীয় সিদ্ধযোগী প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজ লিখিয়াছেন.—"সুন্দর গ্রন্থ, ভাব ভাষা চমৎকার। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্র সম্মত যে পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সংসার দীর্ঘপথ ভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত যে কেহ এই পথ অবলম্বন করিবেন তিনি অবশ্যই শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন।"

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম·এ, পি-এইচ-ডি. ডি-লিট, মহোদয়ের অভিমত—"মনের আনন্দে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি। মনে হইল, জীবন ভরিয়া পড়িবার মত গ্রন্থ। …গ্রন্থকার স্বামিজী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। গ্রন্থখানি তাঁহার সাধনলব্ধ পরম সম্পদ। …লেখার মধ্যে লেখককে জীবন্ত দেখা যায়। যাঁহারা সাধন পথের পথিক এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা পরম উপকৃত ও কৃতকৃতার্থ হইবেন। সার্থকতপা স্বামিজীর করুণাশীষে সাধন সরণি সুগম হইয়া উঠিবে।"

৪। পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা—১ম খণ্ড মূল্য ১৷০ এই পুস্তকের প্রস্তাবনায় শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজ লিখিয়াছেন,—"সেই হিমালয় গঙ্গোত্তরী নিবাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭২৩৪

মহাপুরুষ তাপিত জীবকুলের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সুগম সাধন-পন্থা বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সূত্রম্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার সাধন যেমন অলৌকিক শাস্ত্রজ্ঞানও তদ্রূপ অসাধারণ, গঙ্গাস্রোতের মত ভাষার প্রবাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। …এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নাস্তিক আস্তিক হইবেন, আস্তিক ব্যক্তিও দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করত জীবনকে ভজনময় করিয়া ফেলিবেন। এ অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন যে জগদ্‌বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি।"

৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মূল্য ।৵০ ৬। স্বধর্ম্ম—মূল্য ৶০

৭। পরলোক বা জন্মান্তর—মূল্য ৵০ ৮। চৌরাষ্টকম্—মূল্য /০

৯। বেদসার বিষ্ণুস্তোত্রম্—মূল্য ৵০ ১০। গুরুস্তোত্রাষ্টকম্—মূল্য /০ ১১। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সূত্রম্—মূল্য ।০ ১২। তপস্যা—৶০ ১৩। ভগবত্তুষ্টি-লাভে উপায় ও উপাসনা—।০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রী শ্রীপতি চরণ দাস, পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর।

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi